শিক্ষক সহায়িকা

বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা হাতে নারী মুক্তিযোদ্ধা

বীরপ্রতীক ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা বেগম

বীরপ্রতীক তারামন বিবি

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা পরিচালিত ৪০০ শয্যার বাংলাদেশ হাসপাতালটি ভারতের আগরতলায় বিশ্রামগঞ্জে অবস্থিত এবং সম্পূর্ণ হাসপাতালটি বাঁশ দিয়ে তৈরি ছিল। ২ নং সেক্টরের অধীনে ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা বেগম এ হাসপাতালে কমান্ডিং অফিসার (সিও) ছিলেন। তিনি নিয়মিত ঝুঁকি নিয়ে আগরতলা থেকে ঔষধ আর দরকারি সরঞ্জামাদি আনার কাজ করতেন। গুরুতর আহত মুক্তিযোদ্ধা অথবা অনাহার আর রোগে ভোগা শরণার্থীদের অক্লান্ত শ্রম ও মেধা দিয়ে মুমূর্ষু সময়ে নিঃস্বার্থভাবে সেবা দিয়ে গেছেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধকালীন বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ সরকার ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা বেগমকে 'বীরপ্রতীক' উপাধিতে ভূষিত করেন।

কুড়িগ্রামের শংকর মাধবপুরে ১১ নম্বর সেক্টরে কিশোর বয়সে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তারামন বিবি। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রান্না করা, তাঁদের অস্ত্র লুকিয়ে রাখা, পাকিস্তানি বাহিনীর খবর সংগ্রহ করা এবং সম্মুখযুদ্ধে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে লড়াই করেছিলেন তারামন বিবি। মুক্তিযুদ্ধে শুধু সম্মুখ যুদ্ধই নয়, নানা কৌশলে শত্রুপক্ষের তৎপরতা এবং অবস্থান জানতে গুপ্তচর সেজে সোজা চলে গিয়েছেন পাক-বাহিনীর শিবিরে। দুর্ধর্ষ সেই কিশোরীর অসীম সাহসিকতার জন্য ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সরকার তারামন বিবিকে 'বীরপ্রতীক' খেতাব প্রদান করেন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত শিক্ষক সহায়িকা

শিক্ষক সহায়িকা

বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সম্পাদনা

ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া
ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া
ড. অরূপ কুমার বড়ুয়া
আরিফা রহমান
অনুপম বড়ুয়া
উৎপল চাকমা
শিপ্রা বড়ুয়া

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০২২

পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০২৩

শিল্প নির্দেশনা
মঞ্জুর আহমেদ

চিত্রণ
সজীব কুমার দে
রাসেল রানা

প্রচ্ছদ
মঞ্জুর আহমেদ
নূর-ই-ইলাহী

গ্রাফিক্স
নূর-ই-ইলাহী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত শিখন সামগ্রী। এ শিখন সামগ্রীর মধ্যে শিক্ষক সহায়িকার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। যেখানে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিখন সামগ্রী ব্যবহার করে কীভাবে শ্রেণি কার্যক্রমকে যৌক্তিকভাবে আরও বেশি আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করা যায় তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শ্রেণি কার্যক্রমকে শুধু শ্রেণিকক্ষের ভেতরে সীমাবদ্ধ না রেখে শ্রেণির বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুযোগ রাখা হয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের। সকল ধারার (সাধারণ ও কারিগরি) শিক্ষকবৃন্দ এ শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে সপ্তম শ্রেণির শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। আশা করা যায়, প্রণীত এ শিক্ষক সহায়িকা আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ভূমিকা

সপ্তম শ্রেণির বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা ও এই নতুন বইয়ে আপনাকে স্বাগত জানাই। এটি একটি শিক্ষক সহায়িকা, যা সপ্তম শ্রেণির অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন (Experiential Learning) এর সেশনসমূহ আপনি কীভাবে পরিচালনা করবেন, সে বিষয়ে আপনাকে সহায়তা করবে। বইটি আপনার শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা, জ্ঞান বা সামর্থ্যকে গুরুত্ব দিয়ে আপনার পূর্বজ্ঞানের সাথে সাহায্যকারী একটি সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে ভূমিকা পালন করবে। এক্ষেত্রে একটি অভিন্ন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমাদের প্রচেষ্টা, যাতে শিক্ষার্থীরা এই নতুন অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের সম্পূর্ণ ফলাফল অর্জন করতে পারে। বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকে তিনটি যোগ্যতা সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যা এক বছরে ৬৩ শিখন ঘণ্টা বা ৭৫টি সেশনের মাধ্যমে অর্জন করতে হবে। পরবর্তী পৃষ্ঠায় যোগ্যতাসমূহ ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রমের মানচিত্র দেখানো হয়েছে। আপনার জন্য শুভকামনা।

সূচিপত্র

সূত্র পিটক	৩–৬
দান	৭–১১
শীল	১২–১৬
আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ	১৭–২১
চরিতমালা ও জাতক	২২–২৬
বৌদ্ধ আচার অনুষ্ঠান	২৭–২৯
সূত্র ও নীতিগাথা	৩০-৩৮
তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান	৩৯–৪১
সম্প্রীতি	৪২–৪৪

শিক্ষক সহায়িকা
বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা
সপ্তম শ্রেণি

ভূমিকা

বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রমের নতুন বইয়ে আপনাকে স্বাগত।

সপ্তম শ্রেণিতে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রমে আপনি কীভাবে সেশনগুলো পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে আপনাকে শিক্ষক সহায়িকা বইটি সহায়তা করবে। পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে বইটি অনুসরণ করলে আপনার শ্রেণিকার্যক্রম সফল এবং সহজতর হবে।

বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার তিনটি যোগ্যতা অর্জনের জন্য সপ্তম শ্রেণিতে এক বছরে সর্বমোট ৬৩ শিখন ঘণ্টা বা ৭৫ সেশন বা ক্লাস হবে। এ লক্ষ্য অনুযায়ী জানুয়ারি মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ৬৩ শিখন ঘণ্টা বা ৭৫ টি সেশন কীভাবে পরিচালনা করবেন, তা বিস্তারিত শিক্ষক সহায়িকা বইতে বলা হয়ে হয়েছে। এই শিক্ষক সহায়িকায় দশটি অধ্যায় পাঠদানের জন্য অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম দেওয়া আছে। অভিজ্ঞতাগুলো অর্জন করার ক্ষেত্রে শিক্ষক হিসেবে আপনাকে অবশ্যই কিছু বিষয় গুরুত্বসহকারে দেখতে হবে। বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে নিচে বলা হয়েছে।

ছেলেমেয়ে ও তৃতীয় লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থী যেন শ্রেণিকক্ষে সমান সুযোগ পায় এবং সমান অংশগ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে। শ্রেণিকক্ষে একক, জোড়া বা দলগত কাজে এক শিক্ষার্থী যেন অন্য শিক্ষার্থীকে কোনোভাবেই উপহাস, অবজ্ঞা, অবহেলা না করে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখুন। শ্রেণিকক্ষে সৌহার্দ্যপূর্ণ ও শ্রদ্ধাশীল সম্পর্ক বজায় রাখতে সচেষ্ট হোন। বিশেষ করে শ্রেণিতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা এবং পরিবারের সন্তান থাকে। তাদেরকে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ, সৌহার্দ্যপূর্ণ, এবং বন্ধুসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী করুন।

মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমান দৃষ্টি আরোপ করুন। মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর উপস্থিতি নিশ্চিত করুন।

একীভূতকরণ : শ্রেণিতে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও শ্রেণি-পেশার পরিবারের সন্তান উপস্থিত থাকে বিধায় শ্রেণিকক্ষে একটি বৈচিত্র্যময় পরিবেশ তৈরি হয়। এই বিষয়ের প্রতি ইতিবাচক, সংবেদনশীল ও শ্রদ্ধাশীল হোন। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর পছন্দ, সামর্থ্য, ও সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিন। এমনকি শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থী যে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে সেক্ষেত্রে তার ব্যক্তি স্বাধীনতা ও পছন্দকে অগ্রাধিকার দিন। যেমন- কোনো শিক্ষার্থী যদি ছবি আঁকতে ভাল না বাসে, তবে তাকে অন্য কোনো কার্যক্রম দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থী লিখে, উপস্থাপন করে বা অন্য কোনো উপায়ে তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে।

সেশন পরিচালনার সময় স্পষ্ট ও সহজ ভাষায় কার্যক্রম পরিচালনা করুন। সকল শিক্ষার্থীর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করুন। শ্রেণিকক্ষে যদি কোনো প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী থাকে তার গ্রহণযোগ্যতা ও ক্ষমতায়নে সচেষ্ট হন। ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থী থাকলে তাকে সামনে বসানোর ব্যবস্থা করুন। বছরের মাঝামাঝি বা ব্যতিক্রম সময়ে কোনো নতুন শিক্ষার্থীর আগমন ঘটলে সকলের কাছে তাকে গ্রহণযোগ্য করে তুলুন।

শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের প্রতি বেশী জোর দিন। অর্পিত কাজ সম্পাদন এবং উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আগ্রহ লক্ষ করুন। প্রদত্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি, ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করুন। মূল্যায়ন ছক আপনি নিজে তৈরি করতে পারেন। শিক্ষক মূল্যায়নের পাশাপাশিট সতীর্থ ও অভিভাবকের মাধ্যমেও

মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। মূল্যায়ন ছক শিক্ষক সহায়িকায় সংযুক্ত আছে। মূল্যায়ন ছক ও রুব্রিক্স গবেষণার জন্য সংরক্ষণ করুন। এই নতুন শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক সহায়িকা ও পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি আপনার অভিজ্ঞতাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
শুভকামনা রইল।

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণ

বৌদ্ধধর্মের মৌলিক জ্ঞান, জ্ঞানের উৎসসমূহ এবং জ্ঞান আহরণের পদ্ধতি সম্পর্কে জেনে ধর্মগ্রন্থের বয়স উপযোগী প্রাসঙ্গিক নির্দেশনা অনুসরণ, বিধি-বিধান চর্চা ও নিজ জীবনে মানবিক গুণাবলি প্রতিফলন ঘটাতে পারা এবং পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে জগতের কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখা ।

মূল্যায়ন চক্রের সার সংক্ষেপ

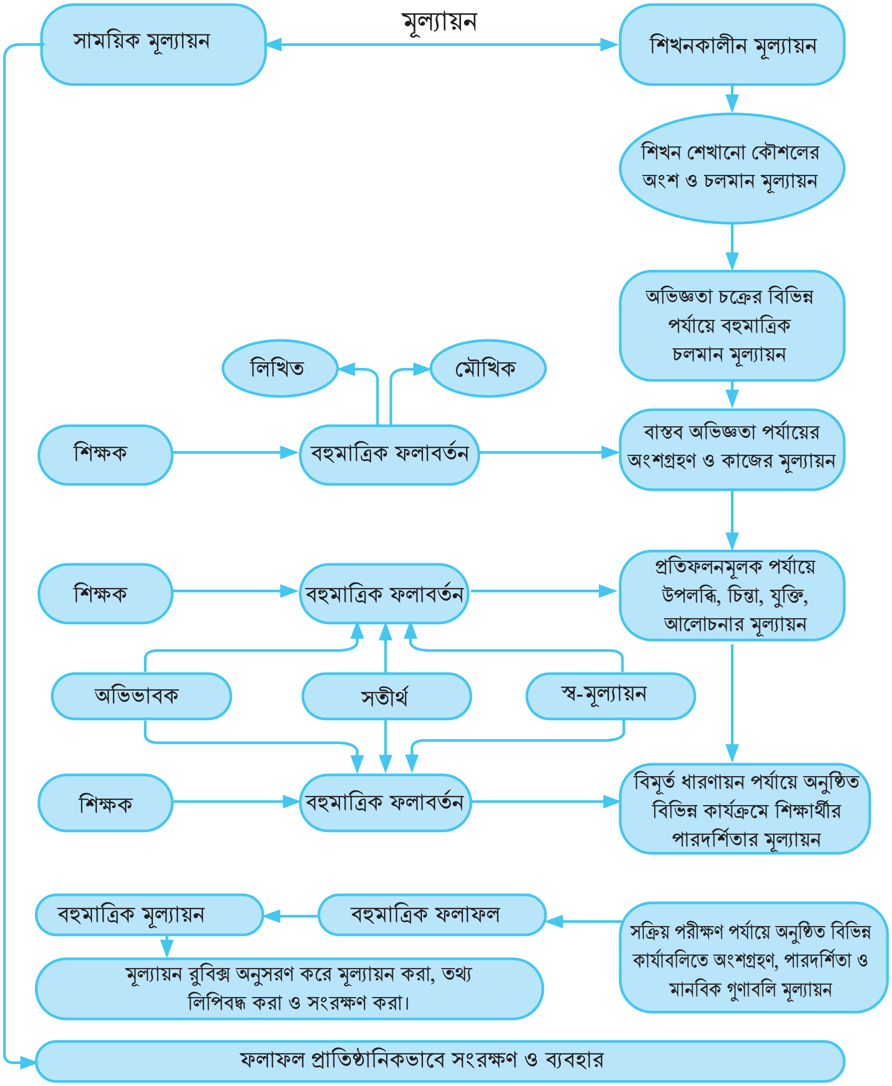

সূত্র পিটক

১. যোগ্যতা : ১

ধর্মীয় উৎসসমূহ হতে ধর্মের মৌলিক জ্ঞান আহরণ করে, ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারা।

যোগ্যতার ব্যাখ্যা

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা-১ অর্জনের জন্য মূলত শিক্ষার্থীকে ধর্মের মৌলিক বিষয়ের উৎস সম্পর্কে জানতে হবে। উৎস জানার মাধমে ধর্ম পালন এবং ধমীয় নির্দেশনাবলী অনুসরণের আগ্রহ তৈরি হবে। এক্ষেত্রে, সূত্র পিটক কী এবং সূত্র পিটকে বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।

২. শিখন ঘণ্টা : সূত্র পিটক অধ্যায়টি মোট চারটি পর্যায়ে চারটি সেশনে বা ৪ ঘণ্টায় সম্পন্ন করুন।

৩. অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম-১

বই পড়া ও তুষারবল শিখন কার্যক্রম।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন চক্রের সার সংক্ষেপ:

বইপড়া ও তুষারবল

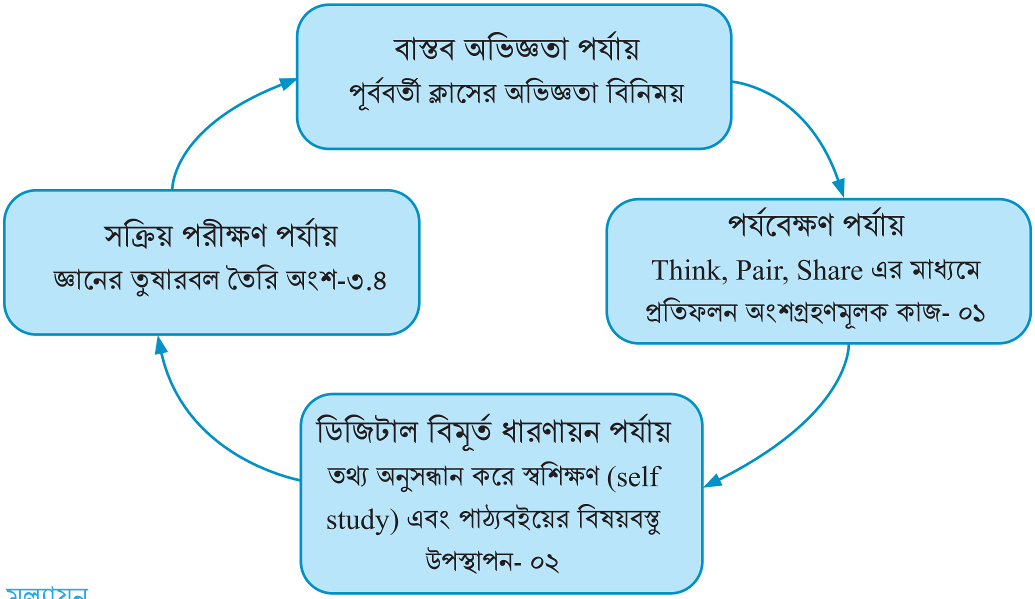

৪. মূল্যায়ন

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য সূত্র পিটক অধ্যায়টি পাঠের সময় শিক্ষক সব সময় চলমান মূল্যায়ন করবেন। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি বা কার্যক্রম শিক্ষক চলমান শিখন মূল্যায়নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন এবং তাদেরকে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

৫. সেশন পরিকল্পনা

মোট চারটি পর্যায়ে চারটি সেশনের মাধ্যমে এই অধ্যায়টির পাঠদান সম্পন্ন করবেন। নিচে পাঠ পরিকল্পনাটি ব্যাখ্যা করা হলো।

৫.১ বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যায়

ক) নতুন শ্রেণিতে আগমনের জন্য শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন ।

খ) শিক্ষার্থীদেরকে নতুন বই বিতরণ করুন এবং নতুন বই পাওয়ার পরে তাদের উপলব্ধি কী, তা জিজ্ঞাসা করুন।

গ) বই পড়তে তাদের কেমন লাগে তা প্রাথমিকভাবে জানার চেষ্টা করুন। এক্ষেত্রে আপনি চাইলে তাদের অনুভূতিগুলো বোর্ডে লিখতে পারেন ।

ঘ) মূল বিষয়বস্তুতে প্রবেশ করুন। শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় বই, বিশেষ করে ত্রিপিটক তথা ত্রিপিটকের অন্তর্গত বিভিন্ন বই পড়েছে কি না জিজ্ঞাসা করুন এবং আগের ক্লাসে অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্রেণিতে তারা ত্রিপিটক সম্পর্কে কী জেনেছে তা জানার জন্য কিছু প্রশ্ন করুন ।

ঙ) শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করুন। কারণ এই অধ্যায়টি পাঠের ক্ষেত্রে বই পড়ার অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। বই পড়া সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার কথা জানার চেষ্টা করুন এবং শিক্ষার্থীদেরকে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে বলুন।

চ) পরবর্তী ধাপ অর্থাৎ প্রতিফলনমূলক পর্যায়ে প্রবেশ করুন ।

৫.২ প্রতিফলনমূলক পর্যায়

ক) এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীকে প্রথমে ধর্মীয় মৌলিক বই পড়ার প্রয়োজনীয়তার কারণ জিজ্ঞাসা করুন। এ বিষয়ে তাকে চিন্তা করতে বলুন । এরপর জোড়া গঠন করুন এবং জোড়ায় তাদেরকে চিন্তা ও আলোচনা করতে বলুন।

খ) জোড়ায় চিন্তাকৃত বিষয় এবং আলোচ্য বিষয়বস্তু শ্রেণিকক্ষে অন্যদের সাথে বিনিময় করতে বলুন । মতামত বিনিময় সম্পূর্ণ হলে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণমূলক কাজ-১ করতে বলুন। অবশ্য এটি একটি একক কাজ। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জোড়ার আলোচনা তাদেরকে প্রভাবিত করবে এবং তারা এই অংশটুকু নিজের ভাষায় লিখবে। স্পষ্ট ও সহজ ভাষায় উত্তরগুলো বইয়ে লিখতে বলুন। উত্তরগুলো বইয়ে সুন্দর করে লেখা শ্রেয়। কারণ, বইটি তাদের একটি কার্যক্রম ডকুমেন্ট হিসেবে থেকে যাবে।

অংশগ্রহণমূলক কাজ- ১

প্রথমে নিচের প্রশ্নটি সম্পর্কে চিন্তা করি, তারপর জোড়ায় আলোচনা করি এবং আমাদের চিন্তা-ভাবনা ও ধারণাগুলো অন্যদের সামনে উপস্থাপন করি।

প্রশ্ন : কেন আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থ পড়া উচিত?

৫.৩ বিমূর্ত ধারণায়ন পর্যায়

ক) এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার জন্য পাঠ্যবইয়ে বর্ণিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা দিন। আপনি চাইলে অংশগুলো নিজে পড়ে শোনাতে পারেন অথবা শিক্ষার্থীদের দিয়ে পড়াতে পারেন ।

খ) কিউআর কোড স্ক্যান করে শিক্ষার্থীদের কীভাবে অনলাইনে বই পড়া যায় তা প্রদর্শন করুন এবং বই পড়া অভ্যাস করান। আপনি নিজেও এই অংশটি করে দেখাতে পারেন। এভাবে অংশগ্রহণমূলক কাজ-২ সম্পূর্ণ হবে।

অংশগ্রহণমূলক কাজ- ২

নিচের কিউআর কোড (OR Code) স্ক্যান করে ওয়েবসাইট থেকে ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলো সম্পর্কে জানো।

গ) পাঠ্য বইয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জানাতে আপনি তাদের পূর্ববর্তী জ্ঞান ও বর্তমানের জ্ঞানের একটি সমন্বয়মূলক আলোচনা আয়োজন করতে পারেন।

৫.৪ সক্রিয় পরীক্ষণ পর্যায়

ক) এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিজেরাই ত্রিপিটকের অংশ সূত্র পিটক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে। শিক্ষার্থীদের বাসায় এবং শ্রেণিকক্ষে সূত্র পিটক-এর কিছু অংশ পড়তে দিন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে সূত্র পিটক-এর বিভিন্ন অংশ পাঠ করবে।

খ) শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ দিন : বাড়ি থেকে সূত্র পিটক সম্পর্কে পড়ে আসা ।

গ) শ্রেণিকক্ষে বাড়ির কাজ সম্পর্কে আলোচনা করতে বলুন।

ঘ) শিক্ষার্থীদের দিয়ে অংশগ্রহণমূলক কাজ-৩ সম্পন্ন করুন। তিন নম্বর কাজ সম্পন্ন করার জন্য তুষারবলের ধারণা দেওয়া হয়েছে। তুষারবল হলো এমন একটি ধারণা– যেখানে ছোট ছোট বিষয় থেকে বড় একটি ধারণার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ সূত্র পিটক সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্ববর্তী কিছু ধারণা ছিল এবং সপ্তম শ্রেণিতে শিক্ষার্থী নতুন কিছু ধারণা লাভ করেছে। পূর্ববর্তী ধারণা এবং নতুন ধারণার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের এখন বড় একটি ধারণা তৈরি হয়েছে, যা তুষারবল নামে অভিহিত করা যায়। শিক্ষার্থীদের দিয়ে এরকম একটি তুষারবল তৈরি করুন। যেমন :

অংশগ্রহণমূলক কাজ- ৩

সূত্র পিটক সম্পর্কে তোমার নতুন জ্ঞানের একটি বড় তুষারবল তৈরি করার জন্য উপরের চিন্তাগুলো বৃত্তে লেখো। তুষারবল হচ্ছে এমন একটি ধারণা– যেখানে অনেকগুলোর ছোট ছোট তুষারবলের সমন্বয়ে বড় একটি তুষারবল তৈরি হয়। এজন্য নিচের ছবিটি দেখো।

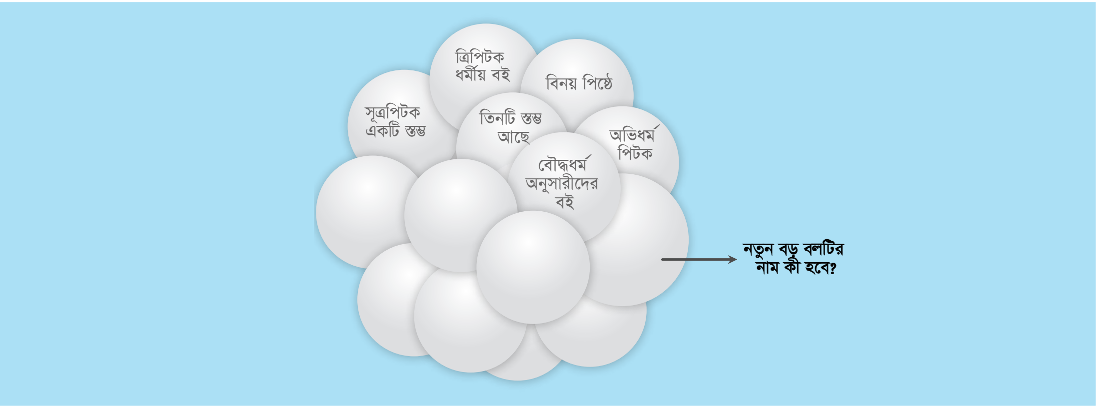

ঙ) শিক্ষার্থীদের দিয়ে অংশগ্রহণমূলক কাজ- ৪ সম্পন্ন করুন।

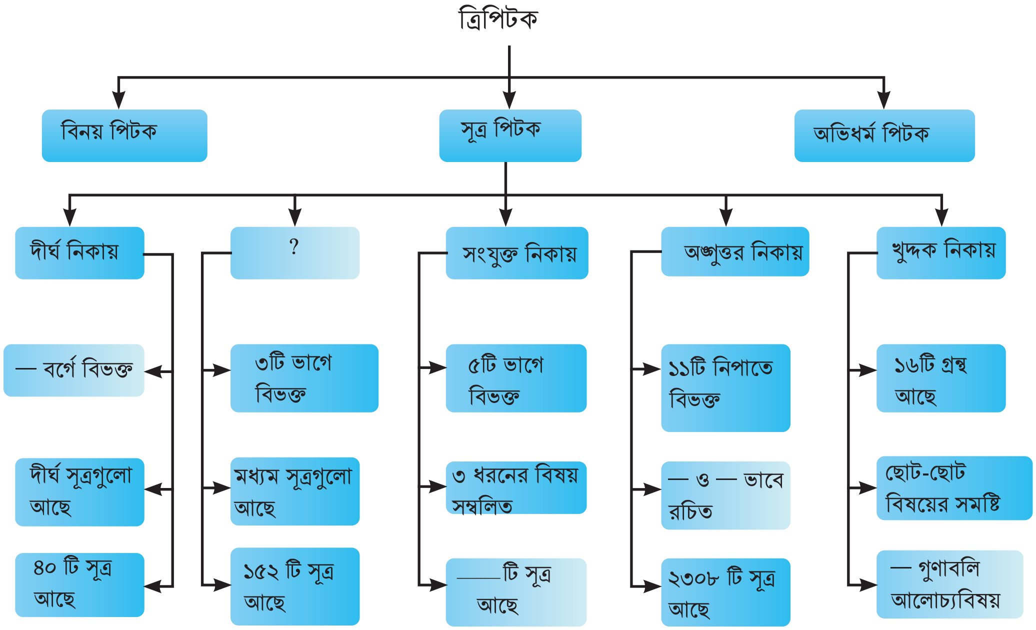

চ) শিক্ষার্থীদের বই পড়া ও তুষারবল তৈরি অর্থাৎ তথ্য অনুসন্ধান অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করুন। সেজন্য অংশগ্রহণমূলক কাজ ৫ সম্পন্ন করুন এভাবে সূত্র পিটক অধ্যায়টি সম্পন্ন করুন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ- ৫

বই পড়া ও তথ্য অনুসন্ধান অভিজ্ঞতাটি সম্পর্কে তোমার লিখিত মতামত দাও।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম : বই পড়া ও তথ্য অনুসন্ধান

কার্যক্রমের কী কী ভালো লেগেছে (ভালো দিক)

....

....

কার্যক্রমের করতে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ, (প্রতিবন্ধকতাসমূহ)

....

....

সমস্যা নিরসনে কী কী ব্যবস্থা নেয়া যায়?

....

....

ভবিষ্যতে আর কী কী উন্নয়ন করা যায় (পরামর্শ)

....

....

দান

১. যোগ্যতা : ২

বৌদ্ধধর্মের মৌলিক উৎস হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে ধর্মীয় বিধিবিধান চর্চা করতে পারা।

২.১ যোগ্যতার ব্যাখ্যা : যোগ্যতা : ২- অর্জনের জন্য শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় বিভিন্ন বিধি-বিধান পর্যবেক্ষণ করবে, পালনে আগ্রহী হবে এবং জীবনে চর্চায় সচেষ্ট হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী সংঘদানের অভিজ্ঞতা বিনিময় করবে এবং সংঘদানের বিধি-বিধান পর্যবেক্ষণ, পালন, ও চর্চায় আগ্রহী হবে।

দান বৌদ্ধধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রায়োগিক বিষয়। এ বিষয়টি ধর্মীয় বিধি-বিধানের একটি অংশ। শিক্ষার্থী ধর্মীয় বিধি বিধান পালন করবে (C_2), যা উপলব্ধির জন্য বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন মৌলিক বিষয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জেনে, প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ করতে পারবে (C_1)। ধর্মীয় বিধি বিধান পালনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ধর্মীয় মানবিক গুণাবলি (সততা, সহযোগিতা, নিষ্ঠা) চর্চা ও প্রদর্শন করবে (C_3)। সুতরাং দান বিষয়টির মাধ্যমে যোগ্যতা C_1, C_2, এবং C_3 অর্জন সম্ভব হবে।

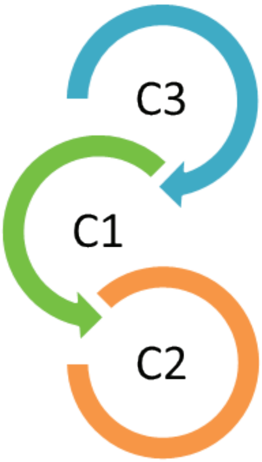

চিত্র : আন্তঃবিষয়ক যোগদ্যতা ম্যাপিং

২.২ শিখন ঘণ্টা : এই অধ্যায়টি আনুমানিক ৪-৫ শিখন ঘণ্টা অথবা ৬টি সেশনে (ক্লাস : ৫০ মিনিট) সম্পন্ন করুন।

৩. অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম-২

স্ব-অভিজ্ঞতা প্রতিবেদনের (Self-experiential Report) শিখন কার্যক্রম।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন চক্রের সার সংক্ষেপ:

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

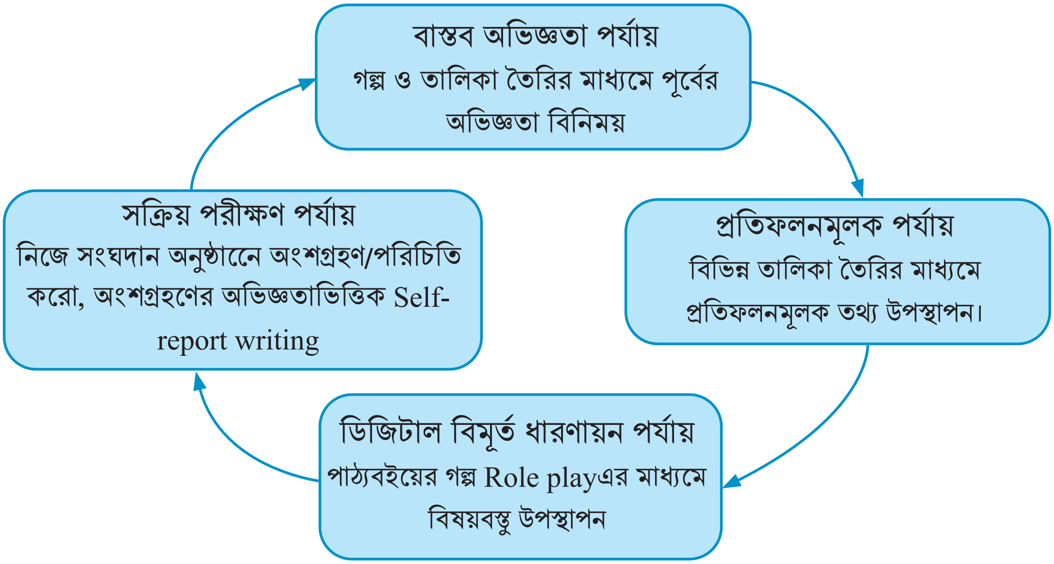

চিত্র : অভিজ্ঞতা বিনিময়, Self-experiential learning report শিখন চক্র

৪. মূল্যায়ন :

এ অধ্যায়টি শিখনকালীন (Continuous) মূল্যায়নের মাধমে সম্পন্ন করবেন। অংশগ্রহণমূলক কাজগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন প্রদান করবেন। শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য ফলাবর্তন প্রদানের নমুনা ছক শিক্ষক অনুসরণ করতে পারেন। অধ্যায়ের শেষে প্রতিবেদন লেখাটি সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হবে।

সক্রিয় পরীক্ষণ পর্যায়ে জমাকৃত দান-সম্পর্কিত নিজ অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রতিফলনমূলক

প্রতিবেদন/Assignment : নিচের মূল্যায়ন ছকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন এবং মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ করুন।

Self-experiential Report Writing মূল্যায়নের রুব্রিক্স-১

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	প্রারম্ভিক	অন্তর্বর্তীকালীন	দক্ষ
সংঘদানের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের তথ্য উপস্থাপন	শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণকৃত তথ্য আংশিক অথবা অস্পষ্ট অথবা শুধুমাত্র বর্ণনামূলক।	শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণকৃত তথ্য তুলনামূলকভাবে স্পষ্ট, বিস্তারিত এবং প্রমাণসহ, তথ্যনির্ভর।	শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণকৃত তথ্য সন্তোষজনকভাবে স্পষ্ট, প্রমাণসহ ও তথ্যনির্ভর

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	প্রারম্ভিক	অন্তর্বর্তীকালীন	দক্ষ
নির্দেশনা অনুসরণ	শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিবেদনের কাজ করছে।	শিক্ষকের নির্দেশ ছাড়া নিজে বুঝে প্রতিবেদনের কাজ করছে।	স্ব-প্রণোদিত হয়ে নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিবেদনের কাজ করছে।
সংঘদান সম্পর্কে নিজের উপলব্ধি ও মন্তব্য	শিক্ষার্থী সংঘদান সম্পর্কে নিজের উপলব্ধি ও মন্তব্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেনি।	শিক্ষার্থী সংঘদান সম্পর্কে নিজের উপলব্ধি ও মন্তব্য আংশিক স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে।	শিক্ষার্থী সংঘদান সম্পর্কে নিজের উপলব্ধি ও মন্তব্য সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে।
দান চর্চার অভিজ্ঞতার প্রতিফলন	শিক্ষার্থীর সংঘদান চর্চার অভিজ্ঞতার প্রতিফলন স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়নি।	শিক্ষার্থীর সংঘদান চর্চার অভিজ্ঞতার প্রতিফলন আংশিক স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।	শিক্ষার্থীর সংঘদান চর্চার অভিজ্ঞতার প্রতিফলন সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবে বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।
ভাষা ও ভাষার গঠন	শিক্ষার্থীর প্রতিফলনমূলক লেখাটি অসংগঠিত, এলোমেলো এবং কিছু বানান ও বাক্যশৈলি ত্রুটিযুক্ত।	শিক্ষার্থীর প্রতিফলনমূলক লেখাটি আংশিকভাবে সংগঠিত, যুক্তিনির্ভর এবং অল্প বানান ও বাক্যশৈলি ত্রুটিযুক্ত।	শিক্ষার্থীর প্রতিফলনমূলক লেখাটি সুসংগঠিত, যুক্তিনির্ভর এবং বানান ও বাক্যশৈলি ত্রুটিমুক্ত।

৫. সেশন পরিকল্পনা

৫.১ বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যায়

ক) শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই : সংঘদান বলতে কী বোঝ? তা জিজ্ঞাসা করুন। ভিডিও, ছবি প্রদর্শন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে আপনি নিজ এলাকায় অনুষ্ঠিত কোনো সংঘদান অনুষ্ঠানের ভিডিও দেখাতে পারেন।

খ) বাড়িতে যেসব ধর্মীয় দান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তার একটি তালিকা বোর্ডে তৈরি করতে বলুন। তৈরিকৃত তালিকা পূর্ববর্তী জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা হিসেবে বিবেচনা করুন এবং সংঘদান বিষয়টি তুলে আনুন।

গ) অংশগ্রহণমূলক কাজ ৬ সম্পূর্ণ করুন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ- ৬

কোন্ কোন্ শুভ কাজের আগে সংঘদান করা যায়, তার একটি তালিকা তৈরি করো।

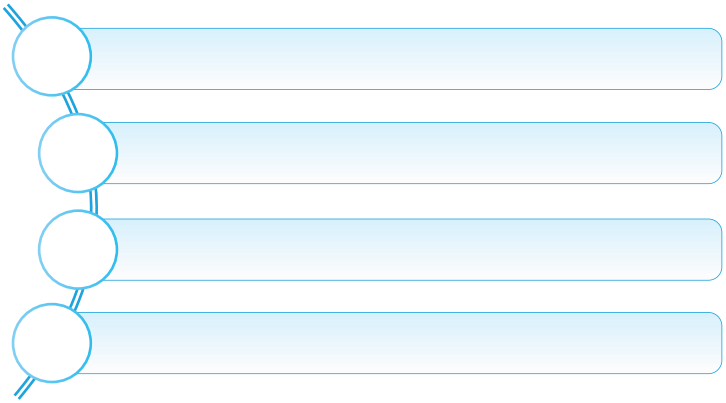

৫.২ প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ : (জোড়ায় কাজ)

ক) শিক্ষার্থীদেরকে জোড়ায় বিভক্ত করে প্রত্যেক দলে শিক্ষা উপকরণ যেমন- পোস্টার, পেপার, কলম সরবরাহ করুন।

খ) শিক্ষার্থীদেরকে নিচের প্রশ্নগুলো চিন্তা করতে বলুন এবং জোড়ায় আলোচনা করে চিন্তাকৃত তথ্য পোস্টারে লিখে উপস্থাপন করতে বলুন।

১. তোমরা কোনো দান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ/যোগদান করেছ কি?

২. সংঘদানের দানীয় সামগ্রীর একটি তালিকা তৈরি করো।

গ) শিক্ষার্থীদের জোড়ায় কাজ করার সময় ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করুন এবং শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে ও নিষ্ঠার সাথে অংশগ্রহণ করছে কি না তা শিখনকালীন মূল্যায়নে লিপিবদ্ধ করুন।

ঘ) এক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক কাজ ৭ সম্পূর্ণ করাতে হবে।

অংশগ্রহণমূলক কাজ- ৭

সংঘদান ও অষ্টপরিষ্কার দানের দানীয় সামগ্রীর একটি তালিকা তৈরি করো (দলীয় কাজ)।

ঙ) পরবর্তী পাঠের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য সংঘদান বিষয়ের আলোকে একটি roleplay বা ভূমিকাভিনয় আয়োজন করা হবে, তা শিক্ষার্থীদের জানান এবং কীভাবে তা করা যায়, সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মতামত নিন।

৫.৩ বিমূর্ত ধারণায়ন পর্যায়

ক) সংঘদানের সুফল, গুরুত্ব এবং দানের কাহিনি শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করুন। প্রসঙ্গক্রমে পঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করুন। সহজলভ্য ছবি, ভিডিও ও দানের কাহিনি/গল্পের (পাঠ সংশ্লিষ্ট) মাধ্যমে মূল বিষয়বস্তু তুলে ধরতে পারেন।

খ) শিক্ষার্থীদের দিয়ে সংঘদান অনষ্ঠান ভূমিকাভিনয় করান। সুজনের করা সংঘদানের অনুষ্ঠানটি অভিনয় করা যেতে পারে।

গ) ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক কাজ ৮ সম্পন্ন হবে।

৫.৪ সক্রিয় পরীক্ষণ

ক) শিখন পরিবেশের বাইরে শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে নিজেদের বাড়ি থেকে দানীয় বস্তু এনে সংঘদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে বা কোথাও অনুষ্ঠিত সংঘদান অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে বলুন।

খ) অনুষ্ঠান আয়োজন বা পর্যবেক্ষণের পর অংশগ্রহণমূলক কাজ ৯ সম্পন্ন করতে বলুন। অথবা শিক্ষার্থীকে তার দান সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে বলুন। এই প্রতিবেদনটি একটি প্রতিফলনমূলক লেখা, যেখানে শিক্ষার্থীর নিজের সংঘদান চর্চার অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হবে। শ্রেণিতে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী, বিশেষ করে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী থাকলে একক কাজের পরিবর্তে জোড়ায় কাজ দেওয়া যেতে পারে।

গ) অংশগ্রহণমূলক কাজ ১০ করতে বলুন।

ঘ) সংঘদান বিষয়ক দলীয় কাজ সম্পাদনের জন্য সকলের প্রশংসা করুন এবং দান চর্চায় উৎসাহিত করুন।

ঙ) অংশগ্রহণমূলক কাজ ১১ করতে বলুন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ- ১১

স্ব-অভিজ্ঞতামূলক প্রতিবেদন লেখা অভিজ্ঞতাটি সম্পর্কে তোমার লিখিত মতামত দাও।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম : স্ব-অভিজ্ঞতামূলক প্রতিবেদন লেখা

কার্যক্রমের কী কী ভালো লেগেছে (ভালো দিক)

....

....

কার্যক্রম করতে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ, (প্রতিবন্ধকতাসমূহ)

....

....

সমস্যা নিরসনে কী কী ব্যবস্থা নেয়া যায়?

....

....

ভবিষ্যতে আর কী কী উন্নয়ন করা যায় (পরামর্শ)

....

....

শীল : অষ্টশীল

১. যোগ্যতা : ২

বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক উৎস হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে ধর্মীয় বিধিবিধান চর্চা করতে পারা।

যোগ্যতার ব্যাখ্যা :

যোগ্যতা-২ অর্জনের জন্য শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী বিধি-বিধান যেমন অষ্টশীল পর্যবেক্ষণ করবে, পালনে আগ্রহী হবে এবং জীবনে চর্চায় উদ্যোগী ও সচেষ্ট হবে। এক্ষেত্রে অষ্টশীল পালনের প্রক্রিয়া, চর্চার উপকারিতা এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অষ্টশীল চর্চার গুরুত্ব উপলব্ধি করবে।

২. শিখন ঘণ্টা : শীল অধ্যায়টি চারটি পর্যায়ে সর্বমোট ৬-৮ শিখন ঘণ্টায় বা ৮টি সেশনে সম্পন্ন করুন।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম- ৩

শিখন প্রতিফলনমূলক অভিজ্ঞতা কার্যক্রম

শীল

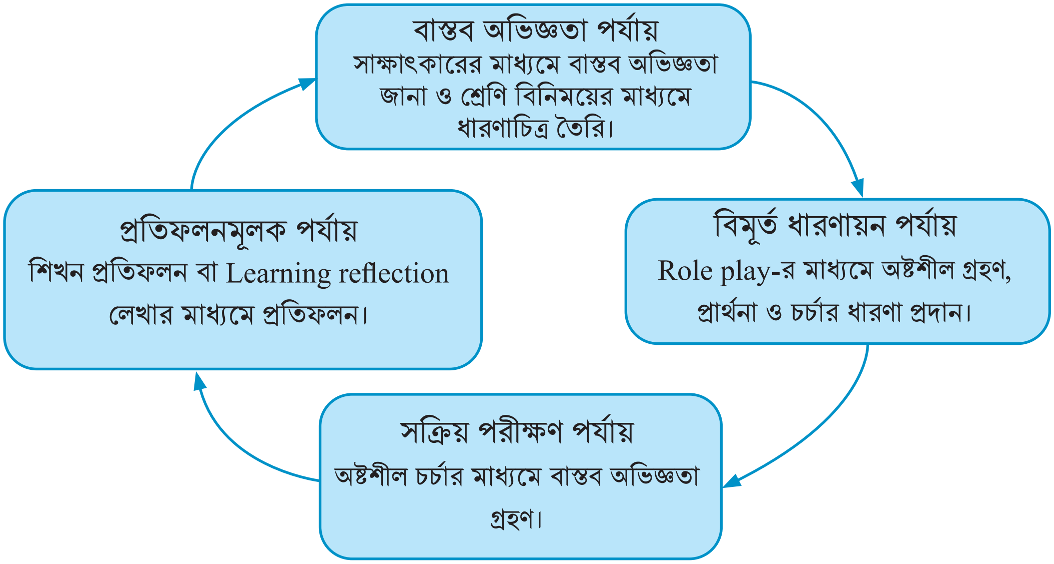

শিখন কার্যক্রম ছক

৩. মূল্যায়ন

এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে চলমান শিখনকালীন মূল্যায়ন করবেন। তবে প্রতিফলনমূলক পর্যায়ের শিখন প্রতিফলনমূলক লেখাটি ও সক্রিয় পর্যবেক্ষণ পর্যায়ের বাস্তব জীবনে চর্চার অভিজ্ঞতা বিনিময় লেখা দুইটি সামষ্টিক মূল্যায়ন (Summative Assessment) এর ক্ষেত্র/উপকরণ/বিষয় হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন ।

৪. সেশন পরিকল্পনা

পর্যায়ে মোট ৬-৮টি সেশন বা ক্লাসের মাধ্যমে শীলের অধ্যায়টি সম্পন্ন করুন। শ্রেণিকক্ষের বাইরেও শীল চর্চার শিখন ঘণ্টা অতিবাহিত করতে পারেন। বিস্তারিত সেশন পরিকল্পনা নিচে দেওয়া হলো।

৪.১ বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যায়

ক) শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। শীল বিষয়ে কিছু সাধারণ প্রশ্ন দ্বারা ক্লাস বা সেশন শুরু করুন।

খ) শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন অথবা শিক্ষার্থীদের দিয়ে লেখান। এতে বোর্ডে একটি ধারণাচিত্র বা Concept map তৈরি হবে।

অংশগ্রহণমূলক কাজ- ১২

শীল সম্পর্কে একটি ধারণা প্রবাহচিত্র তৈরি করো।

গ) ধারণাচিত্র থেকে ‘অষ্টশীল’ বিষয়টি তুলে আনুন এবং আজকের বিষয়বস্তুর সাথে পরিচয় করান।

ঘ) আশেপাশে বা পরিবারের কাউকে অষ্টশীল পালন করতে দেখেছে কি না জিজ্ঞাসা করুন। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাটি Interview বা সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জেনে তথ্য অনুসন্ধান করতে বলুন। এখানে শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষের বাইরে কিছু শিখন ঘণ্টা অতিবাহিত করবে।

ঙ) প্রাপ্ত তথ্য ঘটনা বা গল্প আকারে লিখতে বলুন। এ পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৩ সম্পন্ন করুন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ- ১৩

তোমার অথবা পরিবারের কারো অষ্টশীল পালন করার ঘটনা বা অভিজ্ঞতাটি লেখো।

....

....

....

....

....

চ) বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন পর্যায়টি ১-২ শিখন ঘণ্টায় সম্পন্ন করুন।

৪.২ বিমূর্ত ধারণায়ন

ক) অষ্টশীল এর বিষয়বস্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে মিল রেখে পাঠ্যবই থেকে উপস্থাপন করুন।

খ) শিক্ষার্থীদের অষ্টশীলের বাংলা অনুবাদ সজোরে মিলিত কণ্ঠে পাঠ করতে বলুন।

গ) বিষয়টি আরও স্পষ্ট বোঝাতে কোন অডিও/ভিডিও document দেখাতে পারেন। ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রদত্ত বিষয়ের যথাযথ অডিও/ভিডিও অনুসন্ধান করুন এবং শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করুন।

ঘ) শিক্ষার্থীদের নিয়ে অষ্টশীল গ্রহণের প্রক্রিয়াটি role-play বা ভূমিকাভিনয় করে দেখাতে বলুন। এতে অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৪ সম্পন্ন হবে।

অংশগ্রহণমূলক কাজ-১৪

অষ্টশীল গ্রহণের প্রক্রিয়াটি সবাই মিলে ভূমিকাভিনয় করে উপস্থাপন করো।

ঙ) বিমূর্ত ধারণায়ন পর্যায়টি ১-২ শিখন ঘণ্টায় সম্পন্ন করুন।

৪.৩ সক্রিয় পরীক্ষণ পর্যায়

ক) বিমূর্ত ধারণায়ন পর্যায়টি শেষে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে একটি সময় নির্ধারণ করতে বলুন যখন তারা অষ্টশীল গ্রহণ, পালন, বা চর্চা করবে।

খ) সময় বা তারিখ নির্ধারিত হলে সকল শিক্ষার্থীকে বাড়িতে/বাসায় অষ্টশীল গ্রহণ করতে বলুন এবং নিয়ম অনুসারে পালনে আগ্রহী করুন।

গ) শ্রেণিকক্ষের বাইরে এই কার্যক্রম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের আগেই প্রস্তুত করবেন। এর মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৫ সম্পন্ন করতে হবে।

অংশগ্রহণমূলক কাজ- ১৫

অষ্টশীল গ্রহণ করার পরে তোমার অভিজ্ঞতাটি নিচে শিখন প্রতিফলনে লেখো।

শিখন প্রতিফলন

১। অষ্টশীল গ্রহণের প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে লেখো।

....

....

....

....

....

....

২। অষ্টশীল গ্রহণের অভিজ্ঞতার অনুভূতি লেখো।

....

....

....

....

....

....

৩। অষ্টশীল পালনের ফলে তুমি কী সুফল পেয়েছ, তা লেখো।

....

....

....

....

....

....

....

ঘ) অষ্টশীল পালনের পরে প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে তাদের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি জানুন।

ঙ) শ্রেণিতে সবাই অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি বিনিময় করার সুযোগ সৃষ্টি করুন। প্রতিটি শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন।

চ) এ পর্যায়টি ২টি শিখন ঘণ্টায় সম্পন্ন করুন। প্রথম শিখন ঘণ্টায় অষ্টশীল পালনের কাজটি বুঝিয়ে দিন এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরে চর্চার পরে দ্বিতীয় শিখন ঘণ্টায় অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি বিনিময় করতে বলুন।

৪.৪ প্রতিফলনমূলক পর্যায়

ক) শিক্ষার্থীকে নিজের অষ্টশীল গ্রহণের প্রক্রিয়াটি খাতায় লিখতে বলুন।

খ) অষ্টশীল গ্রহণে তার অনুভূতিও খাতায় লিখতে বলুন। এর মাধমে প্রক্রিয়াটির উপর তার একটি প্রতিফলন হবে যাকে reflection বলে। শিখনের পরে হবে বলে একে শিখন প্রতিফলন বা Learning reflection বলে।

গ) একইভাবে অষ্টশীল পালনের কি কি সুফল পাওয়া যায়, তা লিখতে বা তালিকা করতে বলুন।

ঘ) পরবর্তীতে উপরের সব উত্তরের সমন্বয়ে অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৫ সম্পন্ন করুন।

ঙ) মূল্যায়ন রুব্রিকস অনুসরণ করে অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৫ অবশ্যই মূল্যায়ন করুন এবং তথ্য রিপোর্টের জন্য লিপিবদ্ধ করুন।

চ) প্রতিফলনমূলক পর্যায়টি ১-২ শিখন ঘণ্টায় সম্পন্ন করুন।

আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ

১. যোগ্যতা : ১

ধর্মীয় উৎসসমূহ হতে ধর্মের মৌলিক জ্ঞান আহরণ করে, ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারা।

যোগ্যতার ব্যাখ্যা : বয়স উপযোগী ধর্মীয় বিভিন্ন কাহিনির মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মের আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ মৌলিক বিষয়টি জেনে, ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারা এবং জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হতে পারা।

আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ বৌদ্ধধর্মের একটি অন্যতম মৌলিক বিষয়, যা শিক্ষার্থী একটি Learning by doing প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনুসন্ধান ও উপলব্ধি করবে। পরবর্তীতে দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য (আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ) সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হবে (C_1) এবং দুঃখ হতে মুক্তি ও পরম শান্তি নির্বাণ লাভ করতে আগ্রহী হবে, যা নিজ জীবনে ও সমাজে অনুশীলনে গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝে ধর্মীয় মানবিক গুণ (নির্লোভ, সৎকর্ম, সততা, পরমতসহিষ্ণুতা) অর্জনে সহায়ক হবে (C_3)।

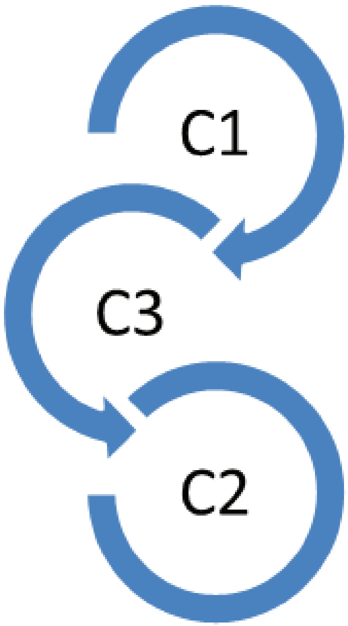

চিত্র: আন্তঃবিষয়ক অ্যাপ্রোচ

২. শিখন ঘণ্টা : এই অধ্যায়টি আনুমানিক ৯ শিখন ঘণ্টা অথবা ১২টি সেশনে সম্পন্ন করুন। শ্রেণিকক্ষের বাইরে ৩টি শিখন ঘণ্টা অতিবাহিত করা যেতে পারে।

শিখন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক কার্যক্রমের শিখনচক্র - ৪

Learning by doing শিখন অভিজ্ঞতা কার্যক্রম :

আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গের শিখন কার্যক্রম Learning by doing এর মাধ্যমে চলবে।

৩. মূল্যায়ন

অংশগ্রহণমূলক কাজ, শ্রেণির কাজ বা বাড়ির কাজ শিখন চলাকালীন মূল্যায়ন পদ্ধতির মাধমে মূল্যায়ন করুন। মৌখিক বা লিখিত ফলাবর্তন (Feedback) প্রদান করুন। এই অধ্যায়ের শেষে learning by doing এর মাধ্যমে শেখানো কার্যক্রম সমন্বিত Experiential learning বা অভিজ্ঞতা প্রতিবেদনটি সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হবে। আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্পর্কিত নিজ অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রতিবেদন মূল্যায়ন ছকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন এবং মূল্যায়নের রেকর্ড Summative assessment এর জন্য লিপিবদ্ধ করুন। প্রতিবেদনটি সংরক্ষণ করুন এবং মূল্যায়ন পূর্ববর্তী রেকর্ডের জন্য লিপিবদ্ধ করুন।

Experiential learning বা অভিজ্ঞতা প্রতিবেদনের মূল্যায়ন রুব্রিকস

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	প্রারম্ভিক	মধ্যম	দক্ষ
আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের তথ্য উপস্থাপন	শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণকৃত তথ্য আংশিক অথবা অস্পষ্ট অথবা শুধু বর্ণনামূলক।	শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণকৃত তথ্য তুলনামূলকভাবে স্পষ্ট, বিস্তারিত এবং তথ্যনির্ভর।	শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণকৃত তথ্য সন্তোষজনকভাবে স্পষ্ট, প্রমাণনির্ভর ও তথ্যনির্ভর।
নির্দেশনা অনুসরণ	শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিবেদনের কাজ করছে।	শিক্ষকের নির্দেশ ছাড়া নিজে বুঝে প্রতিবেদনের কাজ করছে।	স্বপ্রণোদিত হয়ে নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিবেদনের কাজ করছে।
আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্পর্কে নিজের উপলব্ধি ও মন্তব্য	শিক্ষার্থী আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্পর্কে নিজের উপলব্ধি ও মন্তব্য অস্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে /করেনি।	শিক্ষার্থী আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্পর্কে নিজের উপলব্ধি ও মন্তব্য আংশিক স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে।	শিক্ষার্থী আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্পর্কে নিজের উপলব্ধি ও মন্তব্য সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে।
আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন	শিক্ষার্থীর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ চর্চার অভিজ্ঞতার প্রতিফলন স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়নি।	শিক্ষার্থীর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ চর্চার অভিজ্ঞতার প্রতিফলন আংশিক স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ছে।	শিক্ষার্থীর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ চর্চার অভিজ্ঞতার প্রতিফলন সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবে বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।
ভাষা ও ভাষার গঠন	শিক্ষার্থীর প্রতিফলনমূলক লেখাটি অসংগঠিত, এলোমেলো এবং কিছু বানান ও বাক্যশৈলি ত্রুটিযুক্ত।	শিক্ষার্থীর প্রতিফলনমূলক লেখাটি আংশিকভাবে সংগঠিত, যুক্তিনির্ভর এবং অল্প বানান ও বাক্যশৈলি ত্রুটিযুক্ত।	শিক্ষার্থীর প্রতিফলনমূলক লেখাটি সুসংগঠিত, যুক্তিনির্ভর এবং বানান ও বাক্যশৈলি ত্রুটিমুক্ত।

৪. সেশন পরিকল্পনা

৪.১ বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যায়

ক) সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।

খ) পূর্বের তৈরিকৃত দুঃখ- সংশ্লিষ্ট কিছু ছবি অথবা স্লাইড প্রদর্শন করুন। এক্ষেত্রে নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ কোনো ঘটনা/গল্প (দুঃখ সম্পর্কিত) বলতে পারেন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ- ১৬

তোমার দেখা একজন অসুস্থ ব্যক্তি দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে নিচে লেখো।

....

....

....

....

গ) প্রদর্শিত ছবি, স্লাইড অথবা গল্প থেকে শিক্ষার্থীর নিজ জীবনের দুঃখ সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা স্মরণ করতে বলুন (একক কাজ)। এ পর্যায়ে শিখন কৌশলটি ব্যক্তিগত শিখনে ব্যবহৃত হবে।

ঘ) প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিজের তথ্য ব্যবহার করে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উপর Reflect (প্রতিফলন) করতে বলুন এবং খাতায় লিখতে বলুন।

নমুনা প্রশ্ন :

» তোমার সেই দুঃখ কীভাবে দূর হয়েছে?

» দুঃখটি কমাতে বা দূর করতে তুমি কী কী করেছ?

এ পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক কাজ-১৭ সম্পূর্ণ করাতে হবে।

অংশগ্রহণমূলক কাজ- ১৭

তুমি মানুষকে কী কী ধরনের দুঃখ পেতে দেখেছ, তার একটি তালিকা তৈরি করো।

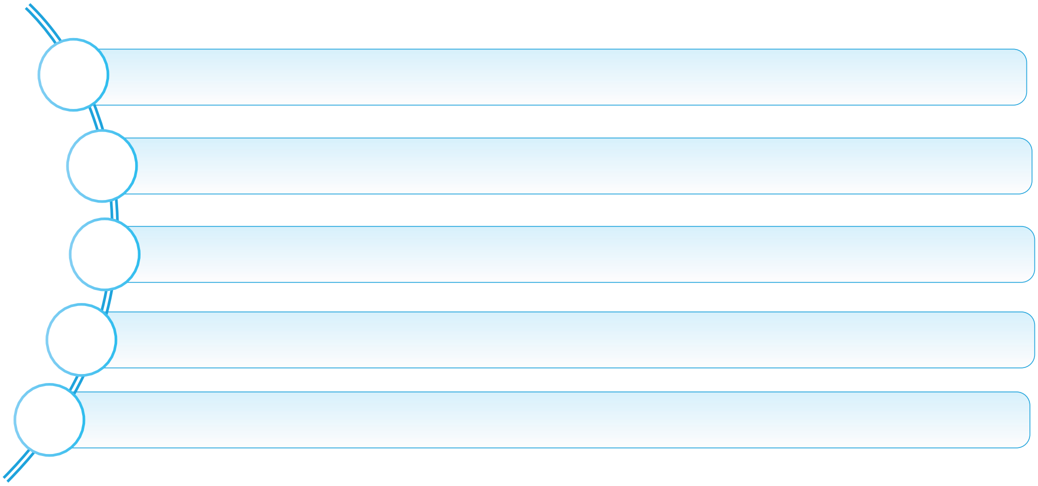

ঙ) আর্য- অষ্টাঙ্গিক মার্গ বিষয়ে একটি উন্মুক্ত আলোচনার আয়োজন করুন। অংশগ্রহণমূলক কাজ-১৮ সম্পন্ন করুন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ- ১৮

আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী, তা দলে আলোচনা করো।

চ) এ পর্যায়ে শিক্ষক সহায়ক নির্দেশকের ভূমিকা পালন করবেন এবং শিক্ষার্থী সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে ।

ছ) আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্পর্কে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা বিনিময় ও আলোচনার পরিকল্পনা ও নির্দেশনা দিতে ১-২ শিখন ঘণ্টা ব্যয় করুন।

৪.২ সক্রিয় পরীক্ষণ :

ক) পূর্ব পাঠ ৫-৭ মিনিট রিভিউ করুন।

খ) প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগত/পারিবারিক/সামাজিক জীবনে বিভিন্ন রকম দুঃখের অভিজ্ঞতা/ঘটনা সক্রিয় পর্যবেক্ষণ/ব্রেইন স্ট্রোর্মিং করতে বলুন। নমুনা প্রশ্ন নিচে উল্লেখ করা হলো, যার মাধ্যমে অনুসন্ধানটি পরিচালিত হবে।

- দুঃখ কি দূর করা যায়?
- তোমার দুঃখ কীভাবে দূর করেছ?

গ) দুঃখ কীভাবে দূর/প্রশমিত হলো সে বিষয়ে চিন্তা করতে বলুন।

ঘ) উপরের প্রশ্নগুলোর অনুসন্ধানকৃত বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক উত্তর লিখতে বলুন এবং শ্রেণিতে উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুত করতে বলুন। শিক্ষার্থী পোস্টার, বোর্ড, ছবি, রোল প্লে, ডিজিটাল প্রযুক্তি-প্রভৃতির মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারে।

ঙ) শিক্ষার্থীকে Experiment করতে শ্রেণিকক্ষের বাইরে ৩ শিখন ঘণ্টা ব্যয় করতে বলুন। Experiment টি তিনটি ধাপে সম্পন্ন হবে।

ধাপ-১ : দুঃখ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা অর্জন/পূর্বের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিফলন
ধাপ-২ : তথ্য লিপিবদ্ধ করা-১
ধাপ-৩ : তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

চ) সক্রিয় পরীক্ষণ সম্পর্কে নির্দেশনা দিতে শিখন পরিবেশে ১-২ শিখন ঘণ্টা ব্যয় করুন।

জ) সক্রিয় পরীক্ষণ পর্যায়টি সম্পূর্ণ করতে আপনি নির্দেশক ও সহায়কের ভূমিকা পালন করুন এবং শিক্ষার্থীকে স্ব-শিখনে আগ্রহী করুন।

ঝ) শিক্ষার্থীকে এ পর্যায় চলমান মূল্যায়ন করুন এবং ফলাবর্তন প্রদান করুন।

৪.৩ প্রতিফলনমূলক পযর্বেক্ষণ পর্যায়

ক) সক্রিয় পরীক্ষণ পর্যায়ে শিক্ষার্থী কর্তৃক দুঃখ অভিজ্ঞতা অর্জন/পর্যবেক্ষণের উপর প্রতিফলন করতে বলুন।

খ) শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অনুসন্ধানকৃত ফলাফল সকলের সম্মুখে উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপনটি একক কাজ হবে। ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে।

গ) প্রতিফলন ও উপস্থাপনের জন্য ১-২ শিখন ঘণ্টা ব্যয় করুন।

ঘ) শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৯, ২০ সম্পন্ন করতে বলুন।

৪.৪ বিমূর্ত ধারণায়ন

ক) মুক্ত আলোচনার সময় দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য ও দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য ব্যাখ্যা করুন।

খ) কেন আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ আমাদের জানা প্রয়োজন। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মতামত তাদের স্ব-অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রতিবেদনে লিখতে বলুন। অংশগ্রহণমূলক কাজ- ২১, ২২ সম্পন্ন করতে বলুন।

গ) আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্পর্কিত গবেষণা প্রতিবেদন তৈরি করতে বলুন। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক কাজ-২৩ সম্পূর্ণ করতে বলুন। প্রতিবেদন তৈরিতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে।

অনুশীলনমূলক কাজ- ২৩

আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গের কোন কোন মার্গ তুমি অনুশীলন করো এবং তোমার জীবনে এর ফলাফল সম্পর্কে একটি ৫০০ শব্দের অভিজ্ঞতা প্রতিবেদন (experiential learning report) লেখো। অনুগ্রহ করে ক্লাস শিক্ষকের কাছে জমা দাও।

....

....

....

....

ঘ) শিক্ষার্থীর জমাকৃত প্রতিবেদনটি মূল্যায়ন ছকের মাধ্যমে চূড়ান্ত মূল্যায়ন করুন (Experiential learning বা অভিজ্ঞতা প্রতিবেদনটি মূল্যায়ন রুব্রিকস)। মূল্যায়ন তথ্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করুন।

ঙ) অধ্যায়টি শেষে অংশগ্রহণমূলক কাজ-২৪ সম্পূর্ণ করতে বলুন এবং পাঠ্য বইয়ের ফিরে দেখা অংশটি সম্পন্ন করতে বলুন।

অনুশীলনমূলক কাজ- ২৪

অভিজ্ঞতা প্রতিবেদন (Experiential Learning Report) তৈরি করতে তোমার কেমন লেগেছে, সে সম্পর্কে লিখিত মতামত দাও।

চরিতমালা ও জাতক

১. যোগ্যতা : ৩

বৌদ্ধধর্মের মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চর্চা করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পারা।

যোগ্যতার ব্যাখ্যা

যোগ্যতা- ৩ থেকে বিভিন্ন চরিতমালা ও জাতক গল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থী মানবিক গুণাবলি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে এবং গুণাবলি চর্চার মাধ্যমে তা আত্মস্থ করার সুযোগ পাবে।

যোগ্যতা- ৩ অর্জনের জন্য চরিতমালা ও জাতক অধ্যয়ন করা হবে। এই বিষয়বস্তু থেকে শিক্ষার্থী বৌদ্ধধর্মের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করার (C_1) সাথে সাথে অন্তর্নিহিত মানবিক গুণাবলি ও নৈতিকতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। মানবিক গুণাবলি চর্চা ও অর্জনে সচেষ্ট (C_3) হবে। এর ফলে শিক্ষার্থী একইসাথে C_1 ও C_3 যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হবে।

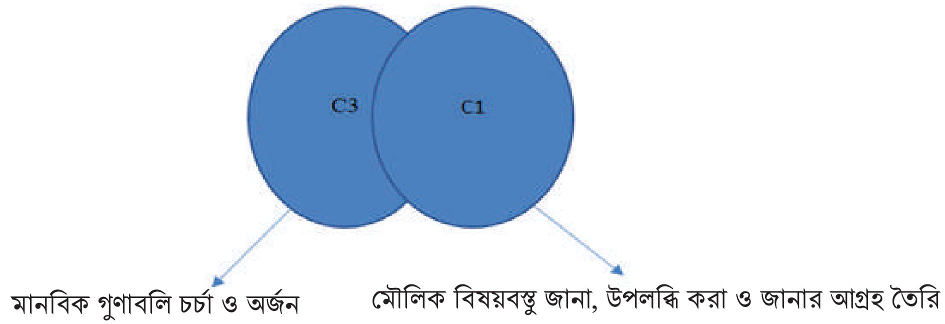

চিত্র: আন্তঃবিষয়ক অ্যাপ্রোচ

চরিতমালা ও জাতক কাহিনি জানার মাধ্যমে শিক্ষার্থী নৈতিকতা ও মানবিক গুণাবলি চর্চা ও প্রয়োগের সুযোগ পাবে।

২. শিখন ঘণ্টা : চরিতমালা অধ্যায়টি আনুমানিক ৪টি শিখন ঘণ্টা বা ৪টি সেশনে সম্পন্ন করুন।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম- ৫ : গল্প বলা

চরিতমালা ও জাতক

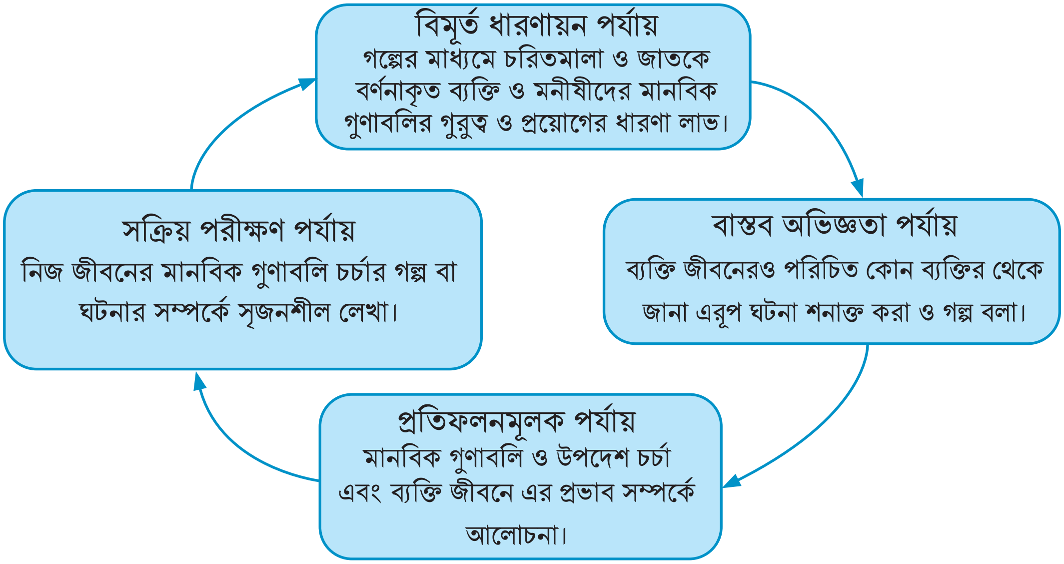

৩. মূল্যায়ন :

চরিতমালার বিষয়বস্তু পাঠের সময় আয়োজিত আলোচনা সভাটি সামষ্টিক মূল্যায়ন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তু উপলব্ধি, জ্ঞান ও প্রয়োগ ছাড়াও মানবিক গুণাবলি, যেমন : সহযোগিতা, একাগ্রতা, উদ্যোগী, নিষ্ঠা, দায়িত্বশীলতা, সময়ানুবর্তিতা এবং অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছে কি না তা মূল্যায়ন করুন। পর্যবেক্ষণ চেকলিস্টে প্রাপ্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করুন।

৪. সেশন পরিকল্পনা (চরিতমালা)

৪.১ বিমূর্ত ধারণায়ন ও বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যায় :

ক) সারিপুত্র থেরর ছবি প্রদর্শন করুন এবং উনার সম্পর্কে ১-২ মিনিট চিন্তা করতে বলুন। ছবির বক্তি সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য দুয়েকটি প্রশ্ন করুন। যেমন- ছবিটি কার, উনার ছবি তোমাদের বাড়িতে আছে কি না বা বৌদ্ধ বিহারে দেখেছ কি না, উনি কেন বিখ্যাত ইত্যাদি।

খ) সারিপুত্র থেরর জীবনী ও অবদান গল্পাকারে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করুন।

গ) শিক্ষার্থীদের সারিপুত্র থের সম্পর্কে কোনো গল্প জানা থাকলে, শ্রেণিকক্ষে বলতে বলুন।

ঘ) কৃশা গৌতমীর জীবনী ও অবদান গল্প আকারে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করুন।

ঙ) গল্প উপস্থাপনের সময় মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বইয়ের কিছু অংশ পাঠ করতে বলুন।

চ) পরিবার বা পরিচিত কোন ব্যক্তির কাছ থেকে কৃশা গৌতমী সম্পর্কে কোনো ঘটনা বা গল্প জানা থাকলে, তা বলতে বলুন।

৪.২ প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ পর্যায়

ক) জোড়া গঠন করুন। জোড়া গঠনের সময় জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও একীভূতকরণ বিষয়টি খেয়াল রাখুন। প্রতিটি জোড়াকে রঙিন পোস্টার পেপার দিন।

খ) শিক্ষার্থীকে প্রথমে অংশগ্রহণমূলক কাজ-২৭ এর উপর চিন্তা করতে বলুন এবং পরে সতীর্থ শিক্ষার্থীর সাথে বিষয়বস্তু বিনিময় করতে বলুন। জোড়ায় আলোচনার পর শিক্ষার্থীদের প্রতিফলনমূলক জ্ঞান মৌখিকভাবে উপস্থাপন করতে বলুন।

গ) শিক্ষার্থী জোড়ায় কাজ করার সময় ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করুন, প্রয়োজনীয় সহায়তা দিন এবং শিক্ষার্থীকে কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে শিখনকালীন মূল্যায়ন করুন।

ঘ) শিক্ষার্থীদের চিন্তা ও আলোচনার বিষয়বস্তু শ্রেণিতে উপস্থাপন করতে দিন। এক্ষেত্রে প্রতিটি জোড়াকে উপস্থাপনের জন্য নির্দিষ্ট সময় প্রদান করুন। যেমন, প্রতিটি জোড়া পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাদের পোস্টারটি উপস্থাপন করবে।

ঙ) আলোচনা শেষে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণমূলক কাজ-২৭ লিখতে দিন। এটি একক কাজ, যা বাড়িতে করবে।

চ) শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণমূলক কাজ-২৭ এর প্রতিফলনমূলক লেখা Reflective Writing টি মূল্যায়ন করুন ও ফলাবর্তন প্রদান করুন। এক্ষেত্রে পাঠ্য বইয়ে প্রদত্ত রুব্রিক্স দেখে মূল্যায়ন রুব্রিক্স তৈরি করতে পারেন এবং মূল্যায়নের সময় তা ব্যবহার করতে পারেন।

৪.৩ সক্রিয় পর্যবেক্ষণ পর্যায়

ক) শিক্ষার্থীদের চরিতমালার সুফল সম্পর্কে চিন্তা করতে বলুন।

খ) জোড়া গঠন করে প্রত্যেক জেড়ায় স্লিপ/রঙিন কাগজ দিয়ে নিচের প্রশ্নের উত্তর লিখতে বলুন।

১. পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখিত চরিতমালার কোন গুণটি তোমাকে আকৃষ্ট করেছে?

২. থের-থেরীদের জীবনচরিত থেকে তুমি কী শিক্ষা পেয়েছ?

গ) লিখিত উত্তর শ্রেণিতে সবার সাথে বিনিময় করান।

ঘ) এ পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক কাজ : ২৫, ২৬, ২৭ ও ২৮ সম্পন্ন করুন।

অনুশীলনমূলক কাজ- ২৫

সারিপুত্র থেরর উপদেশ হতে তুমি কী শিক্ষা লাভ করেছ, তা লেখো।

অনুশীলনমূলক কাজ- ২৬

সারিপুত্র থেরর কোন্ গুণটি তুমি অর্জন করতে চাও, লেখো।

অনুশীলনমূলক কাজ- ২৭

“বুদ্ধের উপদেশ কৃশা গৌতমীর অর্হত্ব লাভের ক্ষেত্র তৈরি করেছিল”- উক্তিটি সম্পর্কে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো। (Reflective Writing)

....

....

....

....

অনুশীলনমূলক কাজ- ২৮

মহৎ জীবন গঠনের জন্য তুমি কী করবে, তা নিচে লেখো।

ঙ) পাঠ্যবইয়ের চরিতমালা বিষয়বস্তুটি মোট ৪টি সেশনে সম্পূর্ণ করুন। চরিতমালার শেষ সেশনটিতে পাঠ্যবইয়ের উল্লেখিত শ্লোগানটি সকলে মিলে পাঠ করুন এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরবর্তী পাঠ জাতক সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি করুন।

৫. সেশন পরিকল্পনা : জাতক

শিখন ঘণ্টা : জাতক অধ্যায়টি আনুমানিক ৪টি শিখন ঘণ্টা বা ৪টি সেশনে সম্পন্ন করুন।

জাতক : অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন চক্র

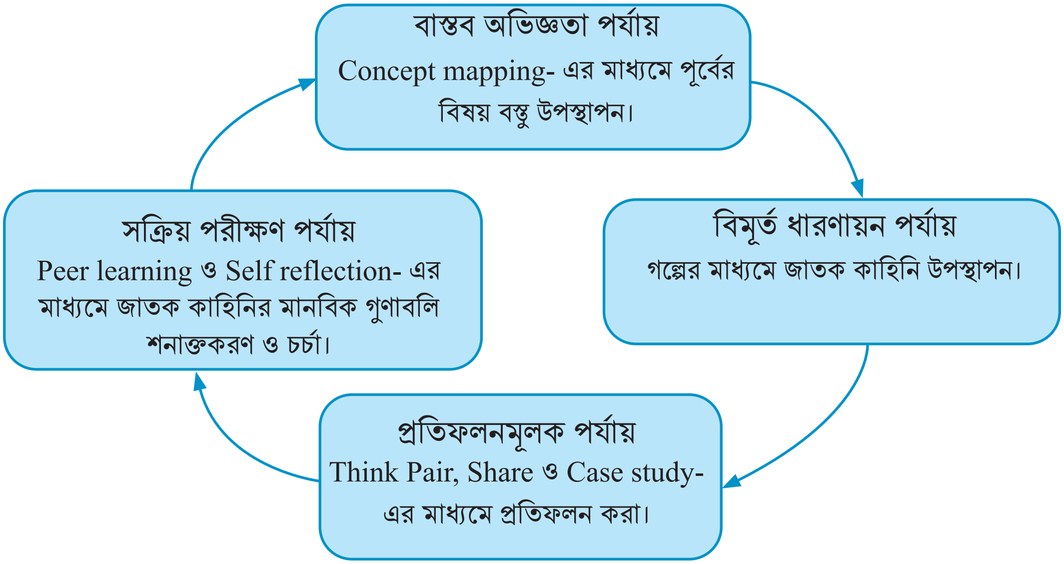

৫.১ বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যায়

ক) ষষ্ঠ শ্রেণিতে যে জাতক কাহিনিগুলো শিক্ষার্থীরা পড়েছে তা বোর্ডে লিখতে বলুন।

খ) জাতকদুটি থেকে তাদের ব্যক্তিগত শিখনগুলো কী ছিল তা শিক্ষার্থীকে চিন্তা করতে বলুন।

গ) পরবর্তীতে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাদের চিন্তার বিষয় বোর্ডে লিখতে বলুন। এভাবে প্রতিটি জাতকের একটি ধারণাচিত্র বা কনসেপ্ট ম্যাপ তৈরি হবে।

৫.২ প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ পর্যায়

ক) জোড়া গঠন করে প্রতিটি জোড়ায় পোস্টার পেপার সরবরাহ করুন।

খ) শিক্ষার্থীকে প্রথমে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো চিন্তা করতে বলুন এবং সতীর্থ শিক্ষার্থীদের সাথে ধারণা বিনিময় করথে বলুন। জোড়ায় আলোচনার পর শিক্ষার্থীকে প্রতিফলনমূলক জ্ঞান পোস্টার পেপারের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে বলুন। প্রশ্নগুলো হলো :

* জাতক বলতে কী বোঝ?
* জাতক থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই ?
* তোমার জানা তিনটি জাতকের নাম লেখ ?

গ) শিক্ষার্থীরা কাজটি ঠিকভাবে করছে কি না, তা ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করুন, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করুন এবং শিখনকালীন মূল্যায়ন করুন।

ঘ) শিক্ষার্থীর চিন্তা ও আলোচনাকৃত বিষয়বস্তু শ্রেণিতে উপস্থাপন করতে দিন। এক্ষেত্রে প্রতিটি জোড়াকে উপস্থাপনের জন্য নির্দিষ্ট সময় প্রদান করুন। যেমন, প্রতিটি জোড়া ৫ মিনিটের মধ্যে তাদের পোস্টার পেপারটি উপস্থাপন করবে।

ঙ) অংশগ্রহণমূলক কাজ - ২৯ সম্পন্ন করুন।

অনুশীলনমূলক কাজ- ২৯

জাতকের কাহিনিগুলো থেকে আমরা কী কী শিক্ষা লাভ করতে পারি, তার একটি তালিকা তৈরি করো।

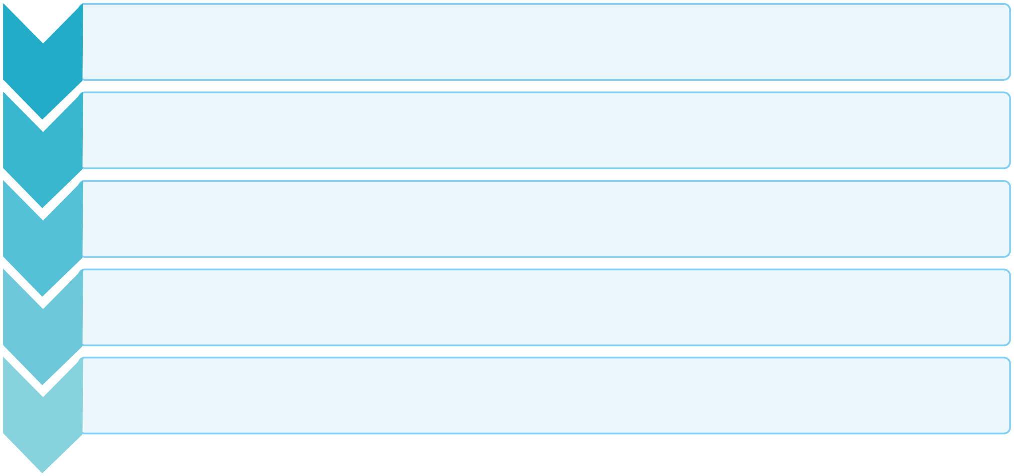

৫.৩ বিমূর্ত ধারণায়ন পর্যায়

ক) গল্পের মাধ্যমে জাতক সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে পাঠ্য বইয়ে সুখ বিহারী জাতকের প্রদত্ত ছবিটি প্রদর্শন করুন।

খ) সুখ বিহারী জাতক গল্প আকারে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করুন।

গ) গল্প উপস্থাপনের পর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ- ৩০ সম্পন্ন করান।

ঘ) শিক্ষার্থীদেরকে নিচের প্রশ্নের উপর মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে বলুন।

ঙ) সুখবিহারী জাতকের মূল শিক্ষা কী?

চ) অংশগ্রহণমূলক কাজ- ৩১ সম্পন্ন করুন। মূল্যায়ন করুন ও ফলাবর্তন প্রদান করুন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা একটি case study -র মাধ্যমে বিষয়বস্তুর ধারণা পাবে, সমস্যা শনাক্ত করবে এবং সিদ্ধান্ত নেবে।

৫.৪ সক্রিয় পর্যবেক্ষণ পর্যায়

ক) শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের জাতক পাঠের উপকারিতা সম্পর্কে চিন্তা করতে বলুন।

খ) জোড়ায় মানবিক গুণাবলির গল্প শ্রেণিতে সবার সাথে বিনিময় করতে বলুন।

গ) জাতক অধ্যায়টি মোট ৪ টি সেশনে সম্পন্ন করুন। জাতকের শেষ সেশনটিতে পাঠ্যবইয়ে উল্লেখিত শ্লোগানটি সকলে মিলে পাঠ করুন। শ্লোগানটির অর্থ শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিয়ে তা অনুশীলনে আগ্রহী করুন।

ঘ) অংশগ্রহণমূলক কাজ-৩২ সম্পন্ন করুন।

বৌদ্ধ আচার অনুষ্ঠান

যোগ্যতা- ১

বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে উপলব্ধি করে অথবা উৎস সমূহ থেকে ধর্মীয় মৌলিক জ্ঞান আহরণ করে ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারা।

যোগ্যতার ব্যাখ্যা

যোগ্যতা- ১ অর্জনের জন্য বয়স উপযোগী ধর্মীয় ঘটনা, যেমন, মধু পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা সহজ ভাষায় উপমা ও প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে। বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের জানা বিষয় অন্যদেরকে প্রকাশ করতে পারবে। যেমন, চিত্রশালা আয়োজনের মাধ্যমে তাদের মৌলিক বিষয় জানার আগ্রহ প্রকাশ ঘটবে একইসাথে মৌলিক বিষয়গুলো অনুসরণ করতে পারবে।

২. **শিখন ঘণ্টা :** এ অধ্যায়টি ৪-৬ শিখন ঘণ্টায় সম্পন্ন হবে। এ ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষের বাইরেও চিত্রশালা তৈরি করতে কিছু শিখন ঘণ্টা ব্যয় হবে।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম - ৬ : চিত্রশালা

বৌদ্ধ আচার অনুষ্ঠান

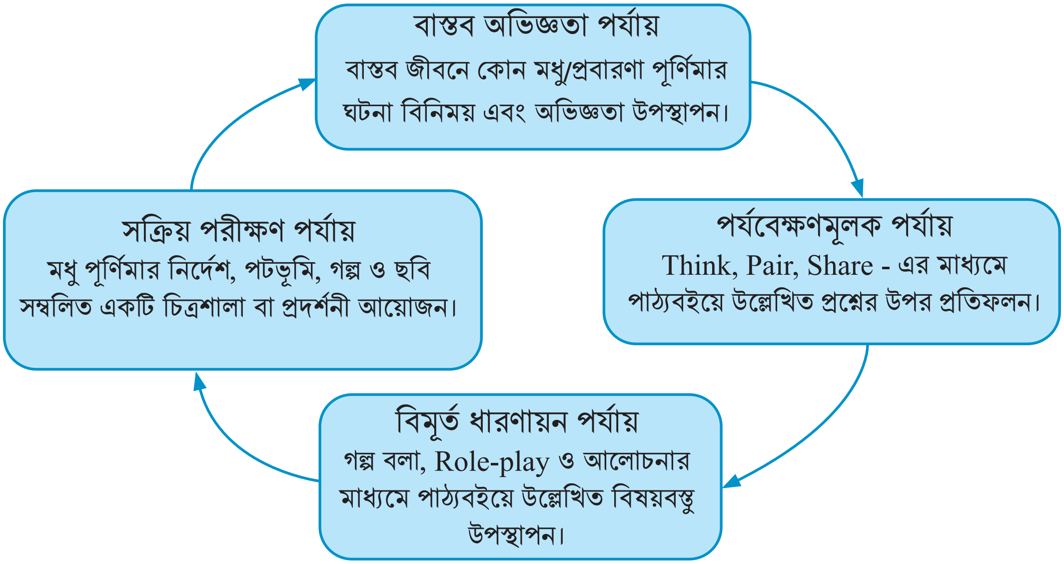

৩. মূল্যায়ন :

শিক্ষার্থী জানা বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ধর্মীয় নির্দেশনা অনুসরণ করে মধু পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা পালনের যে ঘটনা, অভিজ্ঞতা বর্ণনা ও চিত্রের মাধ্যমে চিত্রশালা প্রদর্শন করবে, তা চলমান মূল্যায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে শিখনকালীন মূল্যায়ন করা হবে।

৪. সেশন পরিকল্পনা

চারটি পর্যায়ে ৪-৬টি সেশনে অধ্যায় সম্পন্ন করতে হবে। বিস্তারিত পরিকল্পনা নিচে দেওয়া হলো।

৪.১ বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যায়

ক) শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করে পূর্ণিমা বিষয়ে কিছু সাধারণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন।

খ) শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন অথবা শিক্ষার্থীদেরকে লিখতে বলুন। এতে করে বোর্ডে একটি সাধারণ ধারণাচিত্র বা কনসেপ্ট নোট তৈরি হবে।

গ) ধারণাচিত্রের মধ্যে পূর্ণিমার প্রকারভেদ এবং পূর্ণিমার বিভিন্ন উদাহরণ যেন উঠে আসে, সে দিকে লক্ষ রাখুন। উদাহরণ থেকে মধু পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা বিষয়টি তুলে আনুন।

ঘ) মধু পূর্ণিমা পালনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানুন অথবা সংশ্লিষ্ট মধু পূর্ণিমার কোনো একটি ঘটনা সম্পর্কে বলতে বলুন। অংশগ্রহণমূলক কাজ- ৩৩ সম্পন্ন করুন।

৪.২ বিমূর্ত ধারণায়ন পর্যায়

ক) বাস্তব জীবনে অভিজ্ঞতার সাথে মিল রেখে পাঠ্যপুস্তকের মধু পূর্ণিমার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করুন। শিক্ষার্থীর পূর্ণিমার অভিজ্ঞতা পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত বিষয়ের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করুন ।

খ) শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের কিছু অংশ পাঠ করান। এক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন। একীভূতকরণ ও জেন্ডার বিষয়টির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আরোপ করুন।

গ) মধু পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা সম্পর্কিত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট গল্পাকারে বলুন ।

ঘ) বিষয়বস্তু আরও স্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্য কোনো ভিডিও/ডকুমেন্টারি দেখাতে পারেন। এক্ষেত্রে ভিডিও/ডকুমেন্টারি শিক্ষক নিজে তৈরি করতে পারেন অথবা ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করেও দেখাতে পারেন।

ঙ) মধু পূর্ণিমা এবং প্রবারণা পূর্ণিমা পালনের আনুষ্ঠানিকতা role-play বা নাটকের মাধ্যমে উপস্থাপন করুন। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক কাজ- ৩৫ সম্পন্ন হবে।

চ) মধু পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমায় অংশগ্রহণে ও আচার-অনুষ্ঠান পালনে আগ্রহী করুন ।

৪.৩ সক্রিয় পরীক্ষণ পর্যায়

ক) মধু পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা সম্পর্কে একটি চিত্রশালা আয়োজনে শিক্ষার্থীদেরকে আগ্রহী করুন।

খ) মধু পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা অনুষ্ঠানের বর্ণনা ও ঘটনা গল্পাকারে সংগ্রহ করতে বলুন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পূর্ববর্তী বছরের মধু পূর্ণিমা/ প্রবারণা পূর্ণিমা উদযাপনের ঘটনা লিখতে পারে অথবা অধ্যায়টি পাঠদান কালে যদি মধু পূর্ণিমা/ প্রবারণা পূর্ণিমায় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে তবে মধু পূর্ণিমা/প্রবারণা পূর্ণিমা উদযাপনের ছবি এবং ঘটনা লিখে রাখতে বলুন।

গ) চিত্রশালাটি আয়োজনের জন্য নির্দিষ্ট তারিখ, স্থান নির্ধারণ করতে বলুন এবং চিত্রশালার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবস্থা করতে বলুন। এক্ষেত্রে আপনি শিক্ষক হিসেবে তাদের সহযোগিতা করতে পারেন। কিছু উপকরণ রিসাইক্লিং করতে পারেন, অথবা কিছু কম মূল্যের উপকরণ কিনতে পারেন। চিত্রশালাটির জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি করুন এবং শিক্ষার্থীদের সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন।

ঘ) চিত্রশালাটি উন্মোচন করার জন্য একটি নির্দিষ্ট তারিখ এবং সময় নির্ধারণ করুন এবং চিত্রশালাটি উন্মোচন করুন। এভাবে অংশগ্রহণমূলক কাজ- ৩৭ সম্পন্ন হবে। চিত্রশালা উন্মোচন করার সময় বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদেরকে আমন্ত্রণ করতে পারেন।

ঙ) চিত্রপ্রদর্শনীর পরে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি জানার চেষ্টা করুন।

৪.৩ প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ পর্যায়

ক) শিক্ষার্থীদের একে অপরের সঙ্গে মধু পূর্ণিমা বা প্রবারণা পূর্ণিমা পালনের অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে বলুন এবং খাতায় লিখতে বলুন। এরপরে তারা তাদের অনুভূতির উপর প্রতিফলন রিফ্লেক্ট করবে। শিখনের পরে এই প্রতিফলন হয় বলে একে শিখন প্রতিফলন বা লার্নিং রিফ্লেকশন (Learning Reflection) বলে।

খ) অংশগ্রহণমূলক কাজ- ৩৪ ও ৩৬ সম্পন্ন করুন।

গ) অংশগ্রহণমূলক কাজ- ৩৭ ও ৩৮ সম্পন্ন করুন।

সূত্র ও নীতিগাথা

১. যোগ্যতা-৩ : ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে নিজ জীবনে প্রয়োগ এবং প্রকৃতি ও জীবের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা এবং সকলের সাথে সহাবস্থান করতে পারা।

যোগ্যতার ব্যাখ্যা: যোগ্যতা ৩-এ মূলত শিক্ষার্থীর নিজ প্রেক্ষাপট, পরিবেশ,জগৎ ও জীবের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারবে। শিক্ষার্থী ধর্ম,বর্ণ নির্বিশেষে সহাবস্থান করতে পারবে যেখানে সূত্র ও নীতিগাথা সম্পর্কিত বিধিবিধান অনুধাবন ও চর্চা করার মাধ্যমে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের ও প্রয়োগের প্রতিফলন হবে।

২. অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম: ৭

শিক্ষার্থীর পূর্ব-অভিজ্ঞতা বিনিময়, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত Concept mappings এবং Individual Action Plan (প্রতিফলন)-এর মাধ্যমে সূত্র ও নীতিগাথা সম্পর্কিত বিধিবিধান অনুধাবন ও চর্চা করার শিখন কার্যক্রম।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন চক্রের সার সংক্ষেপ:

Brainstorm কৌশলের মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতা দলে বিনিময় করে পূর্বের জানা সূত্র ও নীতিগাথার তালিকা তৈরি

Concept mappings & Think, Pair, Share

পূর্বের পর্যায়ে প্রস্তুতকৃত তালিকার উপর প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ করে পোস্টার তৈরির জন্য তালিকা তৈরি (Think, Pair share কৌশলের মাধমে)

বিমূর্ত ধারণায়ন প্রস্তুতকৃত কনসেপ্ট ম্যাপ থেকে সূত্র ও নীতিগাথার পরিচিতি, পটভূমি, মঙ্গলসূত্রের শিক্ষা, দন্ডবর্গের পটভূমি দন্ডবর্গের শিক্ষা উপস্থাপন করবে অথবা দলগত আলোচনার ভিডিয়ো/ছবি) মাধ্যমে মৌলিক বিষয়বস্তু উপস্থাপন

সক্রিয় পরীক্ষণ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ধর্মীয় বিধান অনুসরণ, চর্চা ও লিপিবদ্ধ

(Individual Action Plan)

চিত্র : অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং Individual Action Plan শিখন চক্র

৩. ক্রস-কাটিং বিষয়াবলি :

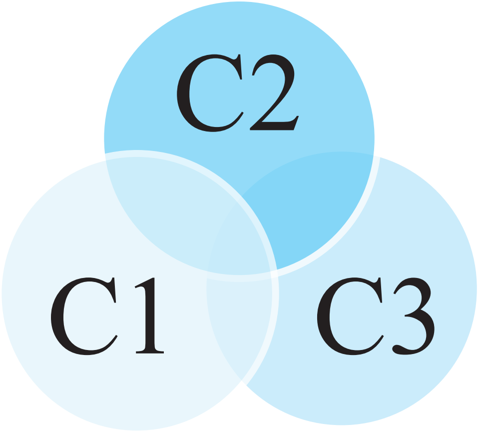

চিত্র: আন্তঃবিষয়ক অ্যাপ্রোচ

সূত্র ও নীতিগাথা বৌদ্ধধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়টিতে মঙ্গলকাজ সম্পাদন এবং নৈতিক জীবনযাপনের নির্দেশনা আছে। শিক্ষার্থী মঙ্গল সূত্র ও দণ্ডবর্গের গাথাসমূহ জেনে মঙ্গলকর্ম চর্চা করবে (C_2) যা উপলব্ধির জন্য বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন মৌলিক বিষয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জেনে, প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ করতে পারবে (C_1)। ধর্মীয় বিধি বিধান পালনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় মানবিক গুনাবলি (সততা, সহযোগিতা, নিষ্ঠা) চর্চা ও প্রদর্শন করবে (C3)। সুতরাং সূত্র ও নীতিগাথা বিষয়ের মাধ্যমে যোগ্যতা C1, C2 এবং C3 অর্জন সম্ভব হবে।

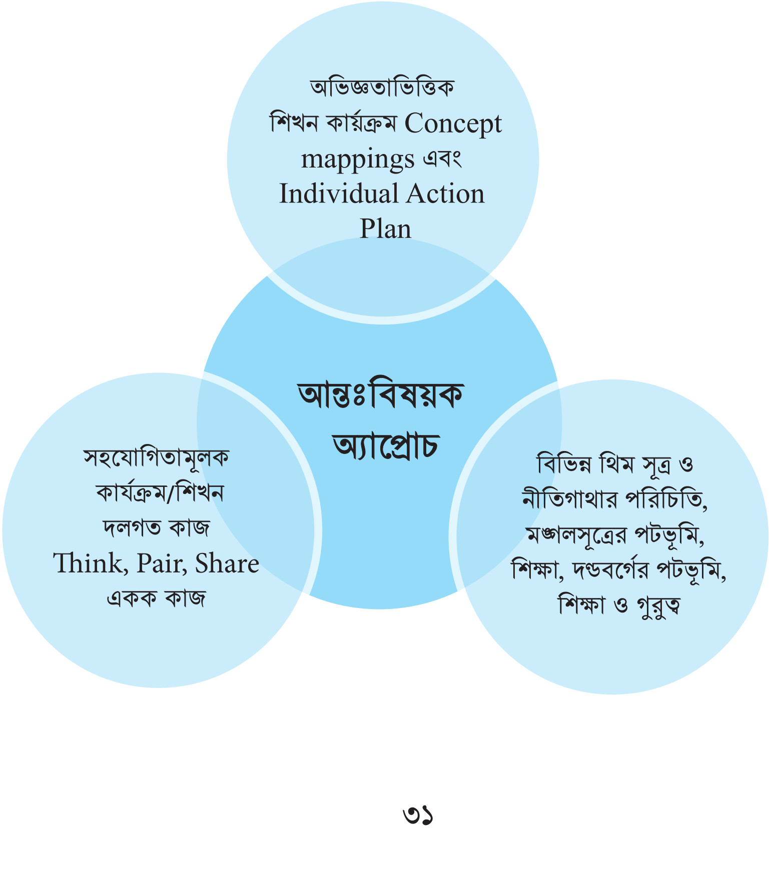

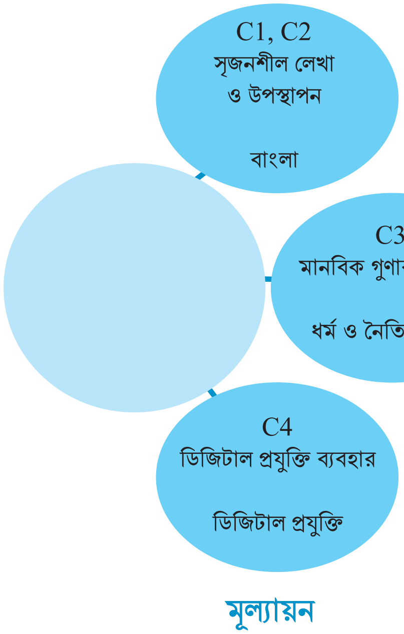

চিত্র: আন্তঃবিষয়ক যোগ্যতা ম্যাপিং

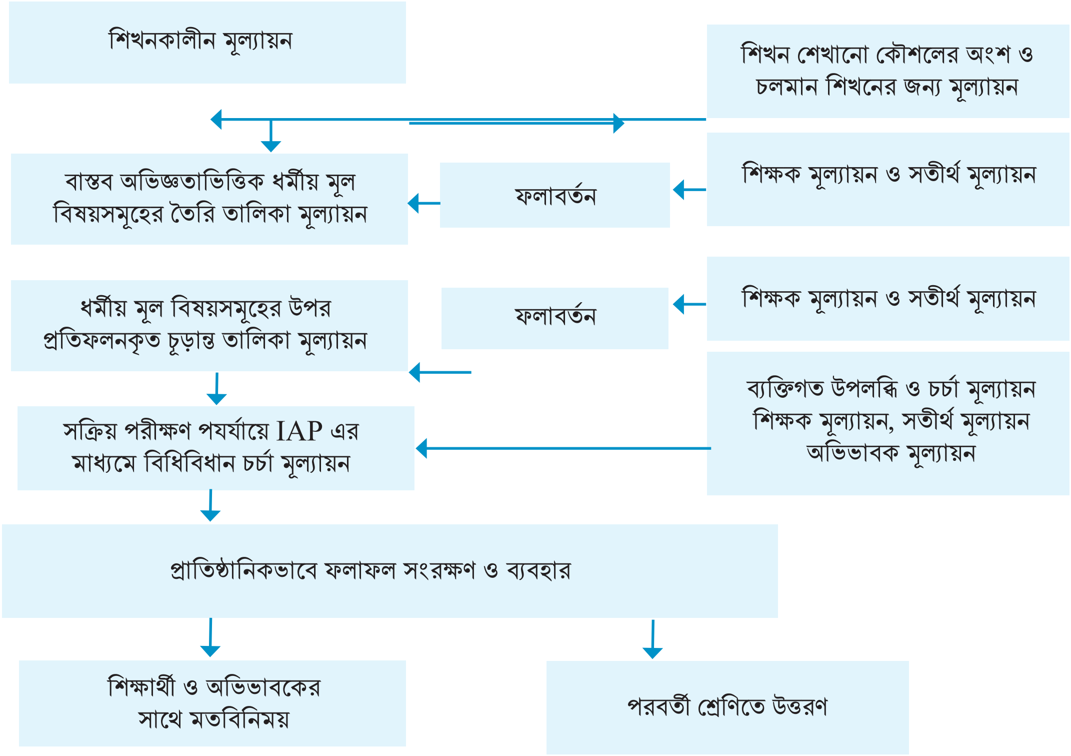

চিত্র: মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

৩. সেশন পরিকল্পনা

৩.১ বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যায়

ক) শিক্ষার্থীদের সাথে পূর্ববর্তী ক্লাসের সংক্ষিপ্ত বিষয় আলোচনা কিংবা বাড়ির কাজ মূল্যায়নের পর নিচের কাজগুলো বুঝিয়ে দিন—

আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে যে সকল মঙ্গলকাজের চর্চা করি, তা বলতে বলুন। (ভিডিয়ো অথবা ছবি দেখানো যেতে পারে)

খ) বাড়িতেও আমরা কী কী মঙ্গলকাজের চর্চা করি বা করে থাকি তা তালিকা আকারে প্রকাশ করতে বলুন। তৈরিকৃত তালিকা পূর্ববর্তী জ্ঞান যাচাইয়ের আলোকে ‘সূত্র ও নীতিগাথা’ বিষয়ে পাঠের অভিজ্ঞতা বিবেচনা করুন।

নমুনা:

১. সুভাষিত বাক্য বলি।
২. মাতা ও পিতার সেবা করি।
৩. গুরুজনের আদেশ পালন করি।
৪. শ্রমণ ও ভিক্ষুদের কাছে ধর্ম শ্রবণ করি।
৫. বিভিন্ন শিল্প ও শাস্ত্র শিক্ষা করি।

গ) অংশগ্রহণমূলক কাজ- ৩৯ সম্পূর্ণ করুন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৩৯

গৌতম বুদ্ধের যে সব সূত্র ও বাণী তুমি জানো তা নিচে লেখো:

ঘ) Brainstorming কৌশলের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতা জানার জন্য নিম্নোক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে মূল বিষয় তুলে আনুন–

১. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা পরিবারে ও সমাজে সকলের সাথে কী ধরনের আচরণ করে থাকি?
২. গুরুজন ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে কেমন আচরণ করতে হয়?
৩. তোমরা মা-বাবা, গুরুজন ও পরিচিত ব্যক্তিদের সাথে কেমন আচরণ করো? (শিক্ষার্থী আচরণ করে এমন মঙ্গলকাজের তালিকা তৈরি করতে বলুন)
৪. তাহলে মঙ্গলকাজ কী? মঙ্গলকাজ করতে গেলে কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হয়?

ঙ) অংশগ্রহণমূলক কাজ- ৪০ সম্পূর্ণ করুন।
অডিয়োটি শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং পাঠ করার চেষ্টা করবে। প্রয়োজনে শিক্ষক পাঠে সাহায্য করবেন।
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F8FK8luSn-q8g%3Ffbclid%3DIwAR2WnAuze6DxJXEiURWdtyXDHARkzzUpsjbcyu1lZ_RFXxrO0Vqhb2rNwDU&h=AT0hJkP0vcXrYwKxRQoG9Ov77JTvdHegJoVrw-ZIYevBvNWW6tJxR-qzYTPCLd2KLvq6H_OnbzILXFqdG9nmnbGeS0MKXAxn-M6jf2Ny3M0KeAm0ft_35WpA2oi_O4InC3to0

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৪০

নিচের লিংকটি স্ক্যান করে মঙ্গল সূত্র পাঠের অডিয়োটি শোনো ও পাঠের চেষ্টা করো। (একক কাজ/দলগত কাজ)

https://www.youtube.com/watch?v=8FK8luSnq8g

৩.২ প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ : (একক কাজ)

ক) প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা উপকরণ যেমন, পোস্টার, পেপার, কলম সরবরাহ করুন।

খ) শিক্ষার্থীদেরকে প্রথমে পূর্বের আলোচিত বিষয়বস্তু চিন্তা করতে বলুন এবং প্রতিফলিত তথ্য উপস্থাপনের জন্য বলুন। প্রতিফলনের আলোকে বাস্তবভিত্তিক অভিজ্ঞতাগুলো পোস্টারে লিখতে বলুন। নিচের প্রশ্নের তথ্যগুলোই মূলত বিবেচ্য হবে।

১. তোমরা কোন কোন মঙ্গলকাজ নিয়মিত করো?
২. আমরা কেন এই মঙ্গলকাজগুলো সম্পাদন করবো?
৩. মঙ্গলকাজ দ্বারা নিজের এবং সমাজজীবনে কী কী পরিবর্তন আসতে পারে?

গ) শিক্ষার্থীদের একক কাজ করার সময় ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করুন এবং শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে ও নিষ্ঠার সাথে অংশগ্রহণ করছে কি না, তা শিখনকালীন মূল্যায়নে লিপিবদ্ধ করুন।

ঘ) এক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক কাজ ৪১ সম্পূর্ণ করাতে হবে। শিক্ষার্থীদের উল্লেখিত মঙ্গলকাজ আচরণ উপোযোগী কি না সে বিষয়ে খেয়াল রাখুন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৪১

মঙ্গল সূত্রে যে সব মঙ্গল কাজের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে যে কয়টি তুমি পালন করো, তার তালিকা তৈরি করো:

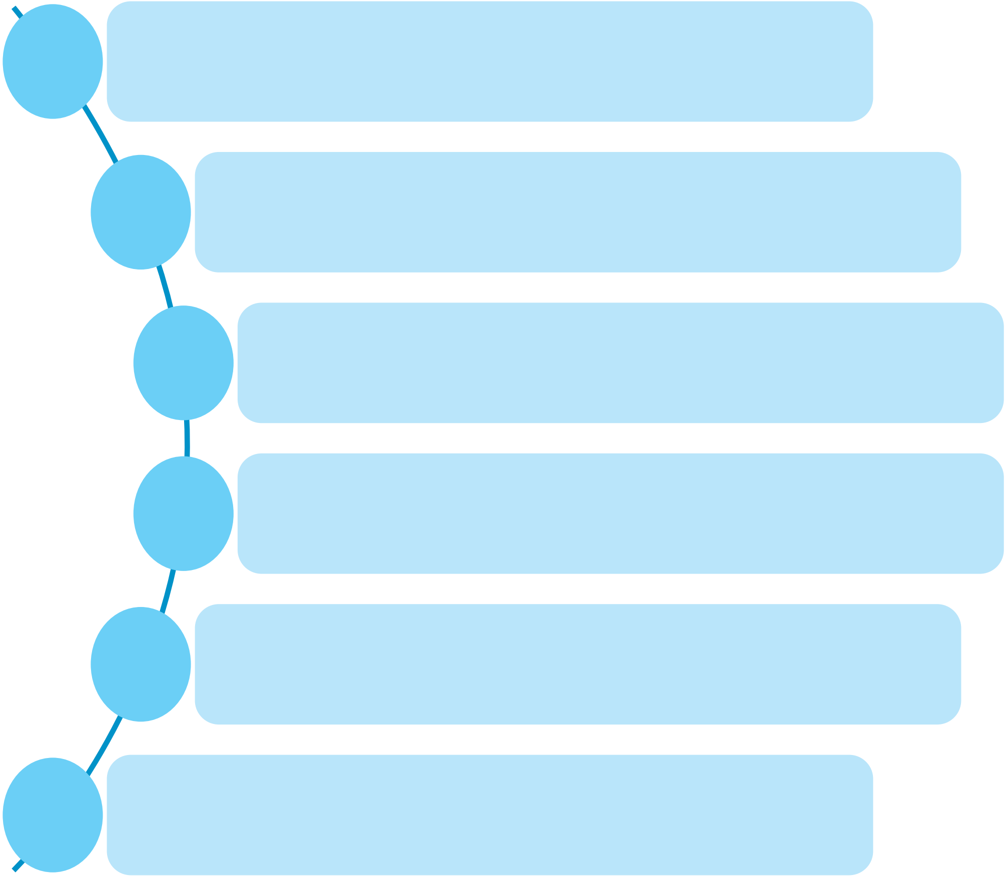

ঙ) শিক্ষার্থীর চিন্তা ও আলোচনাকৃত বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রতিফলনগুলো শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

চ) শিক্ষার্থীর প্রতিফলনকৃত মূলশব্দ (key words) বোর্ডে লিখুন। শিক্ষার্থীর উপস্থাপনের পাশাপাশি এই প্রক্রিয়াটি চলমান থাকবে। (যেহেতু বোর্ডে এ ব্যাপারে পরিষ্কার সহজ প্রবাহ তৈরি করা যায়)

নমুনা :

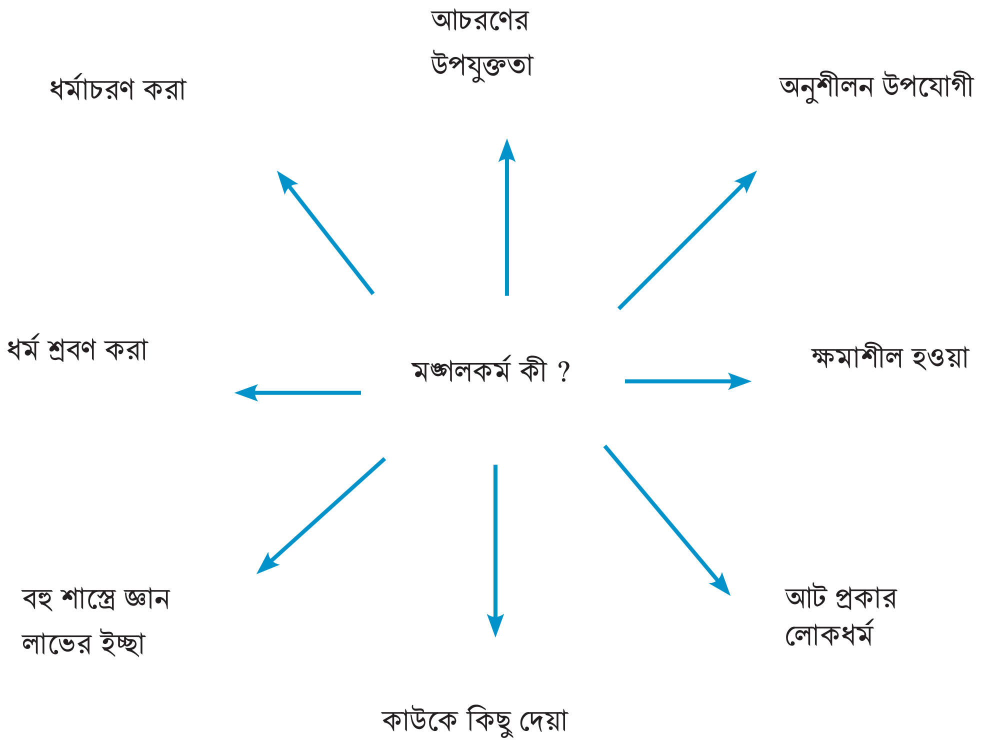

ছ) পরবর্তী পাঠের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি: শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিষয়বস্তুর আলোকে তৈরি Concept map টি বোর্ডে আঁকুন এবং শিক্ষার্থীর মতামত নিন। পরবর্তী পাঠে এই বিষয়টি আরো বিস্তারিত আলোচনা হবে– এই বলে তাদের আগ্রহ সৃষ্টি করুন।

জ) শিক্ষার্থীর মঙ্গলকর্মের বিবেচ্য বিষয়ের উপর বিষয়বস্তুর আলোকে তৈরিকৃত Concept mapটি বোর্ডে তৈরি করুন এবং শিক্ষার্থীর মতামত নিন। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক কাজ ৪২ সম্পূর্ণ করাতে হবে।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৪২

মঙ্গলসূত্র থেকে মঙ্গলকাজ সম্পর্কে যা জানলে, তার মধ্যে যে সব মঙ্গলকর্ম পূর্ব থেকেই নিয়মিত অনুশীলন করছো তার প্রতিফলন লেখো।

....

....

....

....

....

....

....

Concept map মঙ্গলকর্মের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় -

নমুনা:

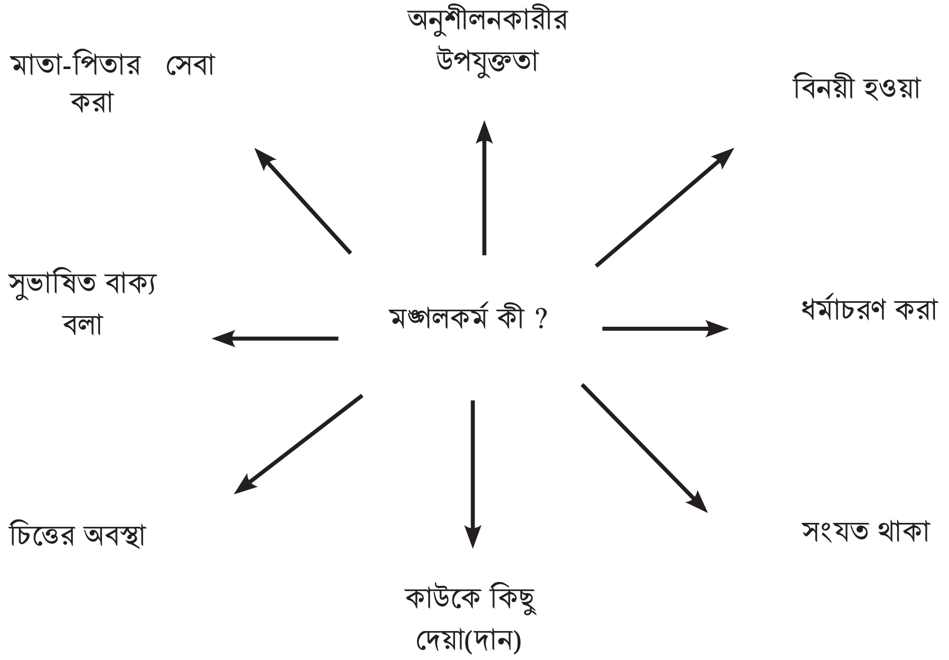

৩.৩ বিমূর্ত ধারণা :

ক) Concept map থেকে মঙ্গলসূত্রের বিবেচ্য বিষয়ে বুদ্ধের উপদেশ (জ্ঞান সম্পর্কীয়), মঙ্গলকাজের গুরুত্ব/সুফল সম্পর্কে উন্মুক্ত আলোচনা করুন এবং পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করুন বা পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুর সাথে পরিচয় করান। সহজলভ্য ছবি, ভিডিয়ো/অডিয়োর (পাঠ সংশ্লিষ্ট) মাধ্যমে মূল বিষয়বস্তু তুলে ধরতে পারেন।

খ) ভিডিয়ো ও ছবি প্রদর্শন ও বিষয়বস্তু উপস্থাপন :

শিক্ষার্থীদের জন্য ভিডিয়ো কিংবা অভিনয়, ছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন মঙ্গলকাজের দৃশ্য সম্বলিত ভিডিয়ো/ছবি প্রদর্শন/অভিনয় করান।

৩.৪ সক্রিয় পরীক্ষণ

ক) প্রদর্শনের পর সকল শিক্ষার্থীকে সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন মঙ্গলকর্মের প্রক্রিয়া অনুশীলন বা চর্চা করান।

শিক্ষার্থীকে কী কী মঙ্গলকাজের সম্পর্কিত আলোচনা করেছেন, তা তালিকা করে লিখতে বলুন।

শিক্ষার্থীকে তার মঙ্গলকাজ সম্পর্কিত Individual Action Plan করতে বলুন। (নমুনার বিষয় : মঙ্গলকর্মের সম্পাদন এবং নিজ জীবনে ও পারিবারিক জীবনে মঙ্গলকাজের প্রভাব বিবরণ) শিক্ষার্থী তা শ্রেণিকক্ষের ভিতরে কিংবা বাইরে কাজটি সম্পাদন করতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৪৩ সম্পন্ন করবে।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৪৩

এই পাঠ থেকে নতুন যা শিখলে তা প্রতিদিন নিজ জীবনে কীভাবে প্রয়োগ করবে তার পরিকল্পনা করো ও নিচে লেখো :

খ) এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষের বাইরেও মঙ্গলকাজের চর্চা করতে পারে এবং অন্য কেউ মঙ্গলকাজ আগ্রহী করতে পারে।

গ) সকলের প্রশংসা করে মঙ্গলকাজ করার ইচ্ছা পোষণ করতে কিংবা চর্চা করতে আগ্রহী করুন।

ঘ) একইভাবে মঙ্গালসূত্র বিষয়ে শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতা বিনিময়, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দণ্ডবর্গ সম্পর্কিত উপদেশগুলো আলোচনা করুন। শিক্ষার্থী কখনও কী দণ্ডের বা শাস্তির কারণে কষ্ট পেয়েছে, তার সেই অনুভূতি লিখতে বলুন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী অংশগ্রহণমূলক কাজ ৪৪ সম্পন্ন করবে।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৪৪

সূত্র ও নীতিগাথাবিষয়ক ধারণাচিত্র (concept maping) ও অভিজ্ঞতা বিনিময় তোমার কেমন লাগল তা নিচের ছকে লিখে শিক্ষকের সঙ্গে বিনিময় করো।

৪. শিখন ঘণ্টা :

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রমটি আনুমানিক ৭-৮ শিখন ঘণ্টা ব্যবহার হতে পারে।

৫. মূল্যায়ন :

মাসিক পরীক্ষণ পর্যায়ে জমাকৃত মঙ্গলকাজ সম্পর্কিত নিজ অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রতিফলনমূলক প্রতিবেদন/Assignment/ Individual Action Plan ছকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন এবং মূল্যায়ন রেকর্ড লিখে রাখুন। এক্ষেত্রে ‘দান’ অধ্যায়ের মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করুন।

তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান

১. যোগ্যতা- ৩

বৌদ্ধধর্মের মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চর্চা করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পারা।

যোগ্যতার ব্যাখ্যা

যোগ্যতা- ৩-এ মূলত শিক্ষার্থী বিভিন্ন প্রেক্ষাপট, পরিবেশ, জগৎ ও জীবের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্কে জানবে এবং সংরক্ষণে সচেষ্ট হবে।

তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থানের সাথে আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সমাজের সম্পর্ক রয়েছে। বৌদ্ধধর্মে বর্ণিত তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ক যোগ্যতা- ১ অর্জন করা সম্ভব। তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণে শিক্ষার্থী বিভিন্ন কর্মসূচী তৈরি করবে এবং সেসব কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবে। উক্ত কর্মসূচী আয়োজনে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে, যা ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ক যোগ্যতা- ৩ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। সর্বোপরি শিক্ষার্থী পরিবেশ ও জগৎ সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতন, সচেষ্ট ও দায়িত্ববান হবে, যা তার মানবিক গুণাবলির অংশ। (ধর্ম: যোগ্যতা- ৩)

শিখন ঘণ্টা : এ অধ্যায়টি আনুমানিক ১০-১১টি শিখন ঘণ্টায় বা ১৪টি সেশনে সম্পন্ন করুন।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক কার্যক্রম- ৮ : তীর্থস্থান দর্শনের Documentary review ও তথ্যচিত্র তৈরি করা।

তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্কিত Documentary Review ও সংরক্ষণে অভিজ্ঞতা কার্যক্রম :

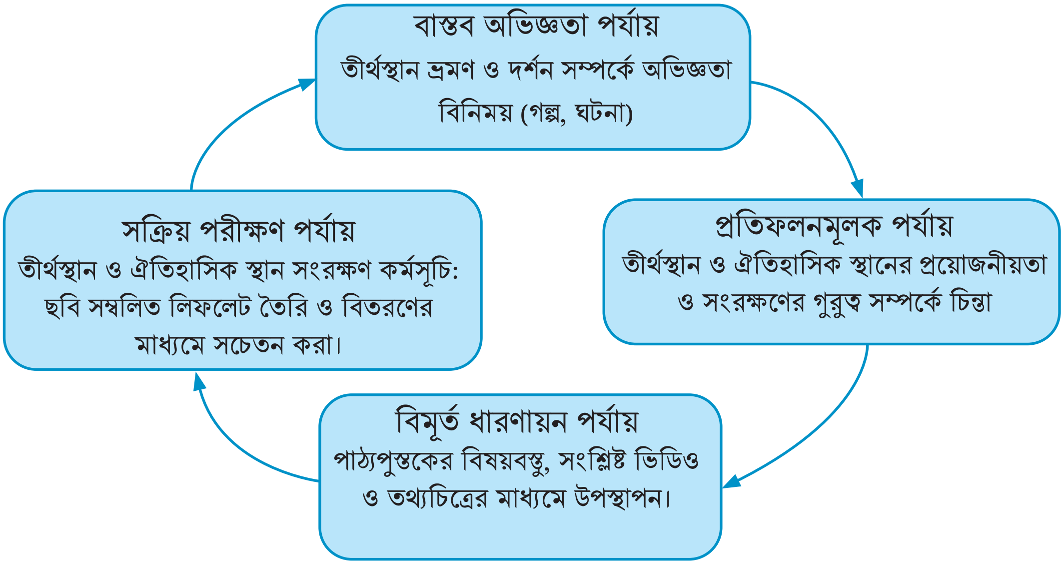

চিত্র : তীর্থস্থান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বিনিময় ও সংরক্ষণ কর্মসূচি

৩. মূল্যায়ন

কর্মসূচি নির্ধারণ, পরিকল্পনা, আয়োজন ও যথাসময়ে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ ও মানবিক গুণাবলি প্রর্দশনের মূল্যায়ন করুন এবং মূল্যায়ন তথ্য লিপিবদ্ধ করুন। মূল্যায়নের জন্য নিজের তৈরিকৃত মূল্যায়ন ছকটি অনুসরণ করুন। মূল্যায়ন তথ্য লিপিবদ্ধ ও ফলাবর্তন প্রদানের জন্য পরিশিষ্ট ১ ও ২ অনুসরণ করুন।

৪. সেশন পরিকল্পনা

৪.১ বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যায়: (৩-৪ সেশন)

ক) শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে সেশন শুরু করুন।

খ) শ্রেণিকক্ষের বোর্ডে তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান শব্দ দুটি লিখুন ও শিক্ষার্থীকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন। এক্ষেত্রে মুক্ত আলোচনার সুযোগ তৈরি করুন ও সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন।

গ) বাস্তব অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য শিক্ষার্থীকে তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন। শিক্ষার্থীকে তীর্থস্থান ভ্রমণের কোনো কাহিনি জানা থাকলে তা সহপাঠীদের সঙ্গে বিনিময় করতে বলুন। এ ক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী ভ্রমণ কাহিনি বিনিময় করতে পারে। শ্রেণিতে কোনো শিক্ষার্থী ভ্রমণ কাহিনি বিনিময় না করলে আপনি নিজের একটি ভ্রমণ কাহিনি বলুন।

ঘ) বাংলাদেশের ও বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধ তীর্থস্থান সমূহের একটি ছোট Documentary শিক্ষার্থীকে দেখান বা বাড়িতে দেখার সুযোগ সৃষ্টি করুন। সম্ভব হলে এটি ডিজিটাল ক্লাসরুমে নিতে পারেন।

৪.২ প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ পর্যায় : (সেশন সংখ্যা ৩)

ক) তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থানের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রতিফলনের জন্য জোড়া গঠন করুন এবং জোড়ায় তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থানের গুরুত্ব সম্পর্কে চিন্তা করতে বলুন।

খ) একইভাবে তীর্থস্থান, ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণে আমাদের ভূমিকা সম্পর্কে জোড়ায় ব্রেইনস্টোর্ম ও রিফ্লেক্ট করতে বলুন।

গ) জোড়ার কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।

ঘ) পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ-৪৫ সম্পন্ন করুন।

৪.৩ বিমূর্ত ধারণায়ন : (সেশন সংখ্যা ৩)

ক) পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য ইন্টারনেট থেকে সংশ্লিষ্ট ভিডিও ক্লিপ সংগ্রহ করে প্রদর্শন করুন।

খ) বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সময় শিক্ষার্থীদের দিয়ে বইয়ের কিছু অংশ পাঠ করাতে পারেন।

গ) ভিডিও দেখার পরে শিক্ষার্থীকে প্রতিফলন করতে বলুন।

ঘ) ভিডিও সম্পর্কিত ক্লাসসমূহ ডিজিটাল ক্লাস রুমে নিতে পারেন।

৪.৪ সক্রিয় পরীক্ষণ পর্যায় : (সেশন সংখ্যা ৪ থেকে ৫)

ক) তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণে কী কী করা যেতে পারে ও শিক্ষার্থী কী ভূমিকা পালন করতে পারে, সে ব্যাপারে চিন্তা করতে বলুন।

খ) তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চিন্তা করতে বলুন, জোড়া গঠন করুন এবং জোড়ায় চিন্তালব্ধ আলোচনা শ্রেণিতে বিনিময় করতে বলুন। এ ক্ষেত্রে Think, Pair, Share কৌশলটি অনুসরণ করুন

গ) তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজনের জন্য শিক্ষার্থীকে নির্দেশ দিন।

ঘ) একই শ্রেণিতে দলগতভাবে এক বা একাধিক কর্মসূচি নেওয়া যেতে পারে। যেমন, দলগত ভ্রমণ, সেমিনার আয়োজন, সচেতনতামূলক লিফলেট তৈরি ও বিতরণ অথবা তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থানের চিত্র অংকন ও প্রদর্শন ইত্যাদি। একদল লিফলেট তৈরি করলে আরেক দল সেমিনার আয়োজন করতে পারে। তবে শ্রেণিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা কম থাকলে ন্যূনতম একটি কর্মসূচি অবশ্যই আয়োজন করতে হবে।

ঙ) সংরক্ষণ কর্মসূচি একটি নির্দিষ্ট দিনে উদ্বোধন করা যেতে পারে এবং সেখানে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীকে আমন্ত্রণ করুন।

চ) কর্মসূচি নির্ধারণ, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য দুটি সেশন পরিকল্পনা করুন । এই ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষের বাইরে ২-৪টি শিখন ঘণ্টা ব্যয় করতে পারবে।

ছ) সর্বোপরি কর্মসূচি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, দলগত কাজ পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রতিনিয়ত গঠনমূলক ফলাবর্তন প্রদান করুন। এরপর অংশগ্রহণমূলক কাজ- ৪৬, ৪৭ এবং ৪৮ সম্পন্ন করুন।

সম্প্রীতি : মানুষ মানুষের জন্য

১. যোগ্যতা : ৩

বৌদ্ধধর্মের মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চর্চা করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পারা।

যোগ্যতার ব্যাখ্যা

যোগ্যতা- ৩-এ মূলত শিক্ষার্থী বিভিন্ন প্রেক্ষাপট, পরিবেশ, জগৎ ও জীবের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে সম্প্রীতি সম্পর্কে জানবে এবং তা রক্ষায় সচেষ্ট হবে।

বুদ্ধ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সম্প্রীতি তৈরি ও রক্ষায় যেসব কাজ করেছেন এবং উপদেশ দিয়েছেন, তা জানার মাধ্যমে সম্প্রীতি বিষয়ক ধারণা লাভ করবে, সম্প্রীতি রক্ষায় আগ্রহী হবে এবং নিজের আচরণে তা প্রকাশ করবে। (যোগ্যতা : ৩)

শিখন ঘণ্টা : এ অধ্যায়টি আনুমানিক ৮-৯টি শিখন ঘণ্টায় বা ১০টি সেশনে সম্পন্ন করুন।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক কার্যক্রম– ৯ : এসো সম্প্রীতি গড়ি (অভিজ্ঞতা কার্যক্রম)

৩. সম্প্রীতি বিষয়ক বাস্তব অভিজ্ঞতা তালিকার মাধ্যমে প্রকাশ, Jigsaw তৈরি এবং এসো নিজে করি কার্যক্রম :

৩.১ বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যায়

ক) শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন।

খ) সমাজে সকল মানুষের জন্য কী কী কাজ করা যায়, তার একটি তালিকা তৈরি করতে বলুন। অংশগ্রহণমূলক কাজ-৪৯ সম্পন্ন করুন।

গ) বুদ্ধ সমাজের সকল শ্রেণি পেশার মানুষের জন্য কী কী কাজ করেছেন, তা নিজ জ্ঞানের আলোকে বোর্ডে লিখতে বলুন।

ঘ) একইভাবে, মাদার তেরেসা সমাজে সকল মানুষের জন্য যে সকল কাজ করেছেন, বোর্ডে তার একটি তালিকা করতে বলুন।

ঙ) তালিকা দু'টি থেকে শিক্ষার্থীরা কী শিক্ষা লাভ করেছে, তা উপস্থাপন করতে বলুন।

চ) বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যায়টি ১-২ সেশনে সম্পন্ন করুন।

৩.২ বিমূর্ত ধারণায়ন পর্যায়

ক) শুভেচ্ছা বিনিময় করে ক্লাস শুরু করুন।

খ) দুটি দল গঠন করুন। একটি দলকে "গৌতম বুদ্ধ ও সম্প্রীতি", অন্যদলকে 'মাদার তেরেসার জীবনী"– আলোচনা করতে বলুন।

গ) "গৌতম বুদ্ধ ও সম্প্রীতি" এবং 'মাদার তেরেসার জীবনী" পাঠ্য বইয়ে উল্লেখ আছে, তা পড়তে বলুন। এরপর, লাইব্রেরি বা অন্য কোনো উৎস থেকে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে বলুন।

ঘ) আলোচনা ও তথ্য সংগ্রহ শেষে উভয় দল থেকে একজন করে নিয়ে জোড়া গঠন করুন। প্রত্যেক জোড়ার সদস্যকে একে অপরকে নিজের জানা বিষয় শেয়ার করতে বলুন। এ রকম আলোচনাকে Jigsaw বলে।

৩.৩ প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ পর্যায়

ক) শিক্ষাথীদের গৌতম বুদ্ধ ও মাদার তেরেসার জীবন ও কার্যাবলি থেকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শনাক্ত করতে বলুন।

খ) তাদের কর্ম ও উপদেশ থেকে মানুষ কী উপকার পেয়েছে, তা একটি পোস্টারে লিখতে বলুন। এটি একটি একক কাজ।

গ) পোস্টার উপস্থাপন করতে বলুন।

৩.৪ সক্রিয় পরীক্ষণ পর্যায়

ক) মানুষের কল্যাণের জন্য কী কী কাজ করা যায় তা শিক্ষার্থীকে চিন্তা করতে বলুন এবং একটি তালিকা তৈরি করতে বলুন।

খ) সম্প্রীতি তৈরিতে করণীয় সম্পর্কে একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করতে বলুন।

গ) কর্ম পরিকল্পনাটি নিজ বিদ্যালয় বা পরিবারে প্রয়োগ করতে বলুন। যেমন, শ্রেণিকক্ষ বা বিদ্যালয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি, সেবামূলক কর্মকাণ্ড, পরিবারে সহযোগিতা করা ইত্যাদি।

ঘ) কর্ম পরিকল্পনাটি সম্পন্ন করার পর শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা জানতে চান এবং অংশগ্রহণমূলক কাজ-৫০ সম্পন্ন করুন।

ঙ) অংশগ্রহণমূলক কাজ-৫১ সম্পন্ন করুন।

এসো সম্প্রীতি গড়ি

সুখে-শান্তিতে বসবাস করি।

৭ম শ্রেণি

নং	অধ্যায়	মাস	অভিজ্ঞতা	মূল্যায়ন ক্ষেত্র
১	ত্রিপিটক: সূত্র পিটক	Jan-Feb	বইপড়া	Continuous Assessment = CA
২	দান	March	Role-play ও Self-reflect Writing	CA + Summative
৩	শীল	April	Brainstorming, Self-Practice/Experiment, Reflect & Learn & Exhibition	Summative
৪	সূত্র ও নীতিগাথা	May	গল্প বলা ও Concept mapping	CA
৫	আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ	June-July	Literature Review/Report Writing	Summative
৬	চরিত্রমালা জাতক	August	গল্প বলা ও Case Study	আলোচনা
৭	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান	Sep	চিত্রশালা আয়োজনের মাধ্যমে	
৮	তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান	October	Documentary, লিফলেট, ও তথ্যচিত্র	Summative
৯	সম্প্রীতি (Common)	Nov-Dec	-	

মেট্রোরেল (নির্মাণাধীন)

“বাঁচবে সময়, বাঁচবে পরিবেশ
যানজট কমাবে মেট্রোরেল”

এই রূপকল্পকে সামনে নিয়ে তৈরি হচ্ছে দেশের প্রথম এলিভেটেড মেট্রোরেল সিস্টেম। এই মেট্রোরেলের দৈর্ঘ্য উত্তরা থেকে কমলাপুর পর্যন্ত ২১.২৬ কিলোমিটার এবং তা দুইদিক থেকে ঘণ্টায় প্রায় ৬০,০০০ যাত্রী পরিবহন করতে পারবে। মেট্রোরেলের মাধ্যমে উত্তরা থেকে কমলাপুর পর্যন্ত দ্রুত পৌছানো যাবে এবং তা যানজট নিরসনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। ইতোমধ্যে প্রথম পর্যায়ে উত্তরা থেকে আগারগাঁও এবং পরবর্তীতে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রোরেল চালু হয়েছে। মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত মেট্রোরেলের কাজ চলমান আছে। এছাড়া আরও পাঁচটি রুটে মেট্রোরেল নির্মাণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ
৭ম শ্রেণি
শিক্ষক সহায়িকা
বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।
- গৌতম বুদ্ধ

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন— দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়তে নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য